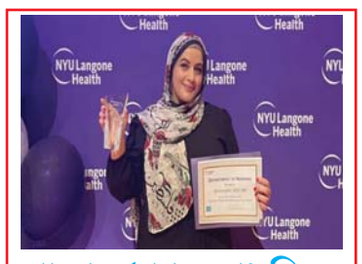

গাজার ‘গণহত্যা’ নিয়ে বক্তব্য, চাকরি হারালেন মুসলিম নার্স

সারে-জমিন

ধসে পড়ল নব নির্মিত জাতীয় সড়কের একাংশ

রূপসী বাংলা

ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে কোর্টর রায় কি বৈষম্যমূলক?

সম্পাদকীয়

কানে লোহার শিকের ছ্যাঁকা দিয়ে ডাইনি ঘোষণা

সাধারণ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাইকেল ক্লার্কের ফেবারিট ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১ জুন, ২০২৪
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
২৩ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 148 ■ Daily APONZONE ■ 1 June 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বুথ ফেরত ‘সমীক্ষা’ বয়কট করবে কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: আগামীকাল লোকসভা নির্বাচনের এক্সিট পোল প্রকাশের সাথে সাথে কংগ্রেস পার্টি শুক্রবার ঘোষণা করেছে যে তারা টেলিভিশন চ্যানেলগুলিতে অনুষ্ঠিত সমস্ত এক্সিট পোল বিতর্ক বয়কট করবে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পবন খেরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এই সিদ্ধান্তের কথা শেয়ার করে বলেছেন যে দল “এক্সিট পোল সম্পর্কিত বিতর্কে অংশ নেবে না”।

খেরা জোর দিয়ে বলেন, “ভোটাররা তাদের ভোট দিয়েছেন এবং তাদের রায় নিশ্চিত হয়েছে। ফল বেরোবে ৪ জুন। তার আগে টিআরপি নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ও স্লাগফেস্টে লিপ্ত হওয়ার কোনও কারণ আমরা দেখছি না। তিনি আরও বলেন, ‘যে কোনো বিতর্কের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনগণকে অবহিত করা। ৪ জুন থেকে আমরা আনন্দের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেব।

২০২৪ সালের লোসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত পর্বের ভোটগ্রহণ শনিবার, ১ জুন শেষ হওয়ার সাথে সাথে ফোকাসটি এক্সিট পোলের দিকে চলে যায়, যা নির্বাচনের ফলাফলের প্রাথমিক ইঙ্গিত দেবে। এক্সিট পোলের ফলাফল ১ জুন সন্ধ্যা ৬টার পর আসতে শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে, আনুষ্ঠানিক ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ জুন, মঙ্গলবার। ভোটাররা ভোটকেন্দ্র ত্যাগ করার পরপরই কীভাবে ভোট দিয়েছেন তার একটি স্ন্যাপশট এবং অন্যান্য ভোটার ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এক্সিট পোলগুলি কীভাবে ভোট দিয়েছে তার একটি স্ন্যাপশট সরবরাহ করে। এই নির্বাচনগুলি ভারতে অত্যন্ত প্রত্যাশিত, প্রায়শই প্রকৃত নির্বাচনের ফলাফলের মতো প্রায় একই গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়। ভারতে, এক্সিট পোল বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়, প্রায়শই মিডিয়া আউটলেটগুলির সহযোগিতায়। এই সমীক্ষাগুলি মুখোমুখি সাক্ষাৎকার বা অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। আসন্ন এক্সিট পোলের ফলাফল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, কারণ তারা ১৮ তম সাধারণ নির্বাচনের ভোটের ধরণ এবং সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে।

আজ শেষ দফার ভোটে রাজ্যে নজর ৭ কেন্দ্রে

আপনজন ডেস্ক: ১৯ এপ্রিল থেকে ৪৪ দিন ধরে চলা লোকসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোট ১ জুন ভারতে চূড়ান্ত ভোট হবে। সপ্তম পর্যায়ে সাতটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘিরে ফেলা হবে। পশ্চিমবঙ্গের বারাসত, বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, দমদম, জয়নগর, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রগুলি এই চূড়ান্ত দফায় অংশ নেবে। এই ৯টি লোকসভা কেন্দ্রে মোট ৯৬৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও মোট ৩৩,২৯২ রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকবে। তবে, নজরে রাজ্যের সাতটি কেন্দ্র সেগুলি হল:

কলকাতা দক্ষিণ: ১৯৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই কলকাতার দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রটি রাজনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের মালা রায়ের বিরুদ্ধে লড়ছেন সিপিএমের শায়রা শাহ হালিম। আর বিজেপির সুশ্রী দেবশ্রী চৌধুরি।

কলকাতা উত্তর: কলকাতা উত্তরে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। এবার তৃণমূলের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তাপস রায় প্রার্থী বিজেপির।

যাদবপুর: যথেষ্ট বুদ্ধিজীবী ও শহুরে ভোটার অধ্যুষিত যাদবপুরে সাধারণত তৃণমূল ও সিপিএমের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এবারের নির্বাচনে সিপিএমের সৃজন ভট্টাচার্য, তৃণমূলের অভিনেত্রী থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া সায়নী ঘোষ এবং প্রবীণ বিজেপি নেতা অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ত্রিমুখী প্রতিযোগিতা। আইএসএফ প্রার্থী দিয়ে প্রতিযোগিতার ময়দানেও।

ডায়মন্ড হারবার: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্ত ঘাঁটি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থে। সিপিএমের প্রতীকুর রহমান ও বিজেপির অভিজিৎ দাসের বিরুদ্ধে ত্রিমুখী লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি। যদিও ময়দানে আছেন আইএসএফ প্রার্থীও।

বসিরহাট: বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সন্দেশখালি কাণ্ডকে ঘিরে। তৃণমূলের হাজি নুরুল আগেও এই কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন। এবার ফের তার পরীক্ষা। অন্যদিকে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্যের ৯টি কেন্দ্রে বুথের খতিয়ান দিয়েছে। কলকাতা উত্তরে মোট ভোট কেন্দ্র ১৮৬৯ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৬৬। কলকাতা দক্ষিণে মোট ভোট কেন্দ্র ২০৭৮ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ১১৭। যাদবপুরে মোট ভোট কেন্দ্র ২১২০ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৩২৩। ডায়মন্ড হারবারে মোট ভোট কেন্দ্র ১৯৬১ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ১৯৮। জয়নগরে মোট ভোট কেন্দ্র ১৮৭৯। স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৬৮৬ বারাসাতে মোট ভোট কেন্দ্র ১৯৯১ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ২৭০। বসিরহাটে মোট ভোটকেন্দ্র ১৮৮২ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ১০৯৬। মথুরাপুরে মোট ভোটকেন্দ্র ১৮৯৮ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৪২০। দমদমে মোট ভোটকেন্দ্র ১৭৯২ স্পর্শকাতর বুথের সংখ্যা ৫৭২।

কলকাতার রাস্তায় ১৩ হাজারের বেশি পুলিশ, থাকছে ড্রোনও

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার সপ্তম দফার নির্বাচন কলকাতা শহরের নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে দুপুর থেকে ৫২৫ টি জায়গায় শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। শহরের মূল এন্ট্রি ও এক্সিট পয়েন্টে চলছে তল্লাশি। এরকম ৪৫টি নাকা চেকিং করার পাশাপাশি গোটা শহরের আশিটি থানা এলাকায় গড়ে ৬টি করে স্পটে শনিবার দুপুর থেকে অতিরিক্ত নাকা চেকিং স্পট গড়ে তোলা হয়েছে। শনিবার ভোটে গোটা শহরে নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে কলকাতা পুলিশের প্রায় ১৩ হাজারেরও বেশি পুলিশ ফোর্সকে রাস্তায় নামানো হচ্ছে কাক ভোর থেকে। বিশেষ বিশেষ স্পটে ড্রোনের ব্যবহার করা হবে। লালবাজারে বিশেষ কন্ট্রোল রুমে ভোর ছটা থেকে উপস্থিত থাকবেন কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা। শহরের কোথাও ভোট দানের প্রক্রিয়াতে বাধা সৃষ্টি হলে তৎক্ষণাৎ কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টার লাল বাজারে টেলিফোন করে জানানোর বার্তা দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। লাল বাজারের সংশ্লিষ্ট ওসি কন্ট্রোল রুমের নাম্বার হল-০৩৩- ২২১৪-০২৩০,০৩৩-২২১৪-৩০২৪। এছাড়াও যে কোন ধরনের দুষ্কৃতিদের দমনে লাল বাজারে খোলা হয়েছে বিশেষ ক্রাইম কন্ট্রোল রুম। যার নম্বর ০৩৩-২২১৪-১৪৩১, ০৩৩-২২৫০-৫১৬৬। কলকাতার বন্দর এলাকায় পুলিশের বিশেষ কন্ট্রোল রুম থাকছে। যার নম্বর৬২৯২২-৫৮৫০০, ০৩৩- ২৪০৯-৩১০৯,০৩৩-২৪০৯-৯০৩৪। মধ্য কলকাতায় পুলিশের বিশেষ কন্ট্রোল রুমের নম্বর হলো ৬২৯২২- ৫৮০০০, শুন্য ০৩৩-২২২৮-৫২০০৯ ০৩৩-২২২৮-২২৬০। ভোটের দিন ভাঙর এলাকা উত্তপ্ত হতে পারে। তাই ভাঙর এলাকার জন্য বিশেষ কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে । যার নম্বর ৯৮৭৪৯০৪৫২৩, ৯৮৭৪৯০৪৯১০। ভোট চলাকালীন কোন অপরাধের খবর থাকলে এই নাম্বারে ভাঙড়বাসীকে জানানোর বার্তা দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। পূর্ব কলকাতায় পুলিশের কন্ট্রোল রুমের নম্বর হল ৬২৯২২- ৫৮৮০০, ০৩৩ -২৪৪৩-৪০৪০। দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতায় পুলিশ এর কন্ট্রোল রুম নম্বর হল ৬২৯২২- ৫৮৭০০, ০৩৩ -- ৪৭০০। দক্ষিণ কলকাতার কন্ট্রোল রুমের নম্বর হল ৯০৭৩১ - ০২১৭৯, ০৩৩-২২৮২-২১২১। এছাড়াও দক্ষিণ শহরতলী কলকাতা পুলিশের এলাকা ভুক্ত এরিয়ার জন্য পৃথক কন্ট্রোল রুমের ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। তার নম্বর ৬২ ৯২২৫৮৬০০, ৯৪৩২৬১-০৪৭৩, ০৩৩-২৪৯৯-৪৭০৪। জানা গিয়েছে গোটা শহরে বিভিন্ন বুথে নজরদারি পাশাপাশি শহরে টহল দেবে কলকাতা পুলিশ। যাতে কোথাও ভোট দানে কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। এদিকে সপ্তম দফার সব বুথের প্রিসাইডিং অফিসারদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনও বুথে ওয়েব কাস্টিং প্রসেস বন্ধ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখতে হবে। পুনরায় তা চালু হলে তবেই ভোট শুরু করা যাবে। জানা গেছে শনিবার গোটা শহরে ঘুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল নিজে।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

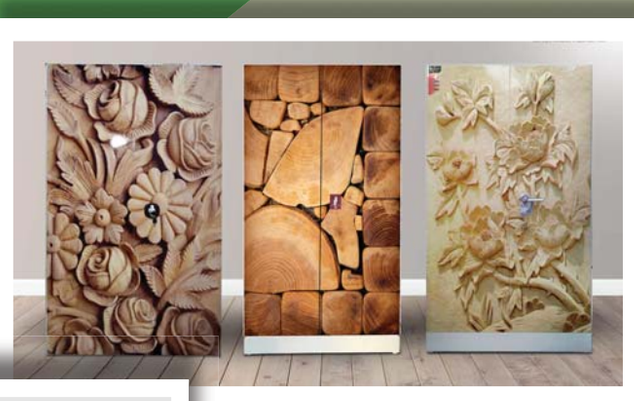

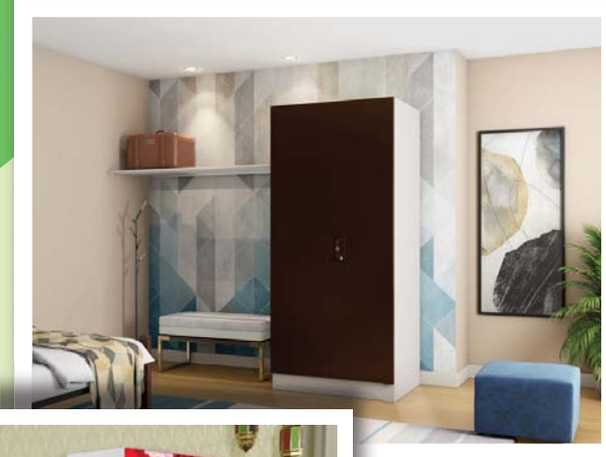

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

আল-আমীন ফাউন্ডেশন
একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পরিচালনায় : জি ডি মনিটরিং কমিটি

জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ ট্রাস্টি

আসন সীমিত

বালক ও বালিকা বিভাগ
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে
একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলছে
মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করুন

মাধ্যমিক ২০২৪-এ আমাদের সাফল্য

আফিক আরিফ মণ্ডল
প্রাপ্ত নম্বর - 650

ফিরোজ মোল্লা
প্রাপ্ত নম্বর - 633

তামীম হোসেন হালদার
প্রাপ্ত নম্বর - 632

৫ জন ৯০ শতাংশের উর্ধ্বে

১৭ জন স্টার মার্কস-সহ ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

ডে স্কলার ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যবস্থা আছে
স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ক্লাস করানো হয়

দ্বাদশ শ্রেণি থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে

EDUCARE FOUNDATION
(A Unit of Al-Ameen Foundation)
ADMISSION OPEN ENROLL NOW
WBCS Coaching

রেজিস্টার্ড অফিস: আল-আমীন ফাউন্ডেশন, যোগীবটতলা, বারুইপুর-৭০০১৪৪
8910851687/8145013557/9831620059
Email- amfbaruipur@gmail.com

প্রথম নজর

ফের ভিন রাজ্যে মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফের ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। ঘটনায় শোকের ছায়া মালদার রতুয়া-২ নং ব্লকের পুখুরিয়া অঞ্চলের নুরদ্দিপুর এলাকায়। জানা গেছে, মৃত শ্রমিকের নাম উত্তম রবিদাস, বয়স ৪৩ বছর। বাড়ি পুখুরিয়ার নুরদ্দিপুর এলাকায়। তিনি মাস খানেক আগে বিহারের পাটনায় শ্রমিকের কাজ করতে যান। সেখানে এক ঠিকাদার সংস্থার অধীনে ইলেকট্রিকের কাজ করছিলেন। সেই কাজ করার সময় গত বুধবার ইলেক্ট্রিক শক লেগে তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বলে খবর। এরপর শুক্রবার সাত সকালে তার কফিনবন্দী নিথর দেহ পুখুরিয়ার গ্রামে পৌঁছায়। যাকে কেন্দ্র করে পরিবারবর্গ কান্নায় ভেঙে পড়েন। এলাকায় নেমে আসে বিষাদের ছায়া।

চিকিৎসার গাফিলতিতে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু!

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ফের চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে সদ্যজাত শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালো বীরভূমের বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তির খাড়া ঝুলবে, আশ্বাস হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।
বীরভূমের ইলামবাজার থানার সুখবাজার এলাকার বাসিন্দা নাজরীন পারভীন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে প্রস্বব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হন। গর্ভবতী মহিলার পরিবারের দাবি, বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রসব যন্ত্রণা বাড়ে। শুক্রবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ডেলিভারি হওয়ার সময় শিশুর মৃত্যু হয়। ডেলিভারি চলাকালীন কোন চিকিৎসক ছিল না।
হাসপাতালের নার্স দিদিরা প্রসব করিয়েছেন। সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়নি সে কারণেই মৃত্যু হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই হাসপাতাল সুপার এর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা চাই অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি হোক। বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার দিবাকর সর্দার জানান, ঘটনার অভিযোগ পেয়েছি। একটি বাচ্চার জন্মের পরই মৃত্যু হয়েছে। পুরো ঘটনা আমরা তদন্ত করব।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রকে চুরির অপবাদে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুরে এক বছর আগে বেগমপুরে পিটিয়ে মারার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল অনেকজন। আবারো সেই পুনরাবৃত্তি হল শুক্রবার। বারুইপুরে এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রকে চুরির অপবাদে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বারুইপুর থানা এলাকার পশ্চিম দমদমা। মৃতের স্কুল ছাত্রের নাম প্রবীত্র সরদার। মৃতের পরিবারের সূত্রের খবর মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল প্রবীত্র সরদার । তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিরাজা মুক্তি মার্গ পিঠ নামে একটি আশ্রমে ঢুকে সে বিভিন্ন জিনিস চুরি করে। এই অভিযোগে তাকে আশ্রমে ডেকে পাঠানো হয়। তারপর তাকে বেধড়ক মারা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে মৃতের মামা ঘটনাস্থলে এলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পরে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার বাসিন্দারা। তাদের বক্তব্য এই আশ্রমে অসামাজিক কাজকর্ম হয়। সেই বিষয়টি ঢাকতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় পবিত্রর মা বারুইপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। আশ্রমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কেউ কিছু বলতে চায়নি। পুলিশ পবিত্র নিথর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বেলা গড়াতে এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আশ্রম চত্বরে ঘিরে ফেলে সাধারণ মানুষ। তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে স্থানীয় বাসিন্দারা। তড়িঘড়ি বারুইপুর থানা পুলিশের আধিকারিকরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং গ্রামবাসীকে আশ্বাস দেন এই ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খানু তদন্ত হবে দোষী অবিলম্বে গ্রেপ্তার হবে।

আজ যাদবপুরে ভোট ১৬ প্রার্থীর সমন্বয়ে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● যাদবপুর

আপনজন: আজ শনিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার যাদবপুরে ভোট গ্রহণ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৬ জন প্রার্থী। তবে মূল লড়াই তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে। লড়াইয়ে রয়েছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টও।
তৃণমূল কংগ্রেসের হয় ঘাসফুল চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কলকাতার গল্ফগ্রীনের বাসিন্দা সায়নী ঘোষ। ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে পদ্মফুল চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন কলকাতার রিজেন্ট পার্কের বাসিন্দা ডক্টর অনির্বাণ গাঙ্গুলি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে তারা হাতুড়ি কাস্তে চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকছেন কলকাতার কসবার বাসিন্দা সৃজন ভট্টাচার্য। ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টের পক্ষে খাম চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নামখানার বাসিন্দা এ্যাডভোকেট নুর আলম খান। এসইউসিআইয়ের হয়ে টর্চ লাইট চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কল্পনা নস্কর দত্ত। বহুজন সমাজ পার্টির হয়ে হাতি চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকছেন সন্দীপ নাথ। মূল নিবাসী পার্টি অব ইন্ডিয়ার হয়ে খেলার বাঁশি চিহ্নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গোপান সরদার। ৭ জন প্রার্থী দলীয় প্রতীক নিয়ে লড়ছেন। নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৯ জন। নির্দল প্রার্থীদের মধ্যে অরুপ সরকার লড়ছেন গ্যাস স্টোভ চিহ্নে, চন্দ্রচূড় গোস্বামী লড়ছেন নারকেল বাগান চিহ্নে, তনুশ্রী মন্ডল লড়ছেন হাওয়াই চটি চিহ্নে, দীপক সরকার মাইক চিহ্নে লড়ছেন, পূর্নিমা দেবনাথ ট্রে চিহ্নে লড়ছেন, বলরাম মন্ডল লড়ছেন খাটিয়া চিহ্নে, ক্যারাম বোর্ড চিহ্নে লড়ছেন রঞ্জিত কুমার মন্ডল, শংকর মন্ডল লড়ছেন বড়পাত্র চিহ্নে এবং হোসেন গাজী লড়ছেন গ্যাস সিলিন্ডার চিহ্নে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন যাদবপুর সংসদীয় আসনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ জয়লাভ করবেন। দ্বিতীয় হতে পারেন ভারতীয় জনতা পার্টির ডক্টর অনির্বাণ গাঙ্গুলি। জোট ভেস্তে যাওয়ার কারণে সিপিএম ও আইএসএফ আলাদা করে প্রার্থী দিয়েছেন এখানে। ফলে সিপিআইএম প্রার্থী গীতিকার সৃজন ভট্টাচার্য ও আইএসএফ প্রার্থী নুর আলম খানের মধ্যে কে তৃতীয় হবেন তা নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না বিশ্লেষকরা।

ধসে পড়ল তিন মাস আগে নব নির্মিত জাতীয় সড়কের একাংশ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: তিন মাস আগে নব নির্মিত হরিশ্চন্দ্রপুর গামী ৩১ নং জাতীয় সড়কের একটি বড় অংশ ধসে পড়েছে পুকুরে।জাতীয় সড়কের উপরে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে যানবাহন ও মানুষ।এতে করে যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।তা সত্ত্বেও মেরামত করার উদ্যোগ নেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের।ক্ষোভ এলাকায়।তবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ দ্রুত মেরামত করার আশ্বাস দিয়েছেন।মালদহের চাঁচল থানার কনুয়া এলাকায় জাতীয় সড়কে এই ধস দেখা দিয়েছে।প্রায় ১০ ফুট ধসে পুকুরে পড়েছে।এমনকি রাস্তাতেও দেখা দিয়েছে বড় ফাটল।রাস্তার কংক্রিটের একটি বড় প্লেট পুকুরের দিকে বসে গিয়েছে।অপরদিকে প্লেটটি উঁচু হয়ে গিয়েছে।এতে ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা।বিশেষ করে রাতে বাইক চালকের প্লেটে ধাক্কা লেগে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে পুকুরে।গর্তে বসে যাচ্ছে চাকা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,এই রাস্তা দিয়ে দৈনিক ১০ হাজারের উপরে মানুষ যাতায়াত করেন।চাঁচল মহকুমা আদালত,থানা,এস ডি ও অফিস,ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল,বাজার ও কলেজে যেতে হয়
এই জাতীয় সড়কের উপরে দিয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা পবন চন্দ্র দাস,আব্দুল মান্নান,পান্ডব দাস ও সুলতান আলিরা বলেন,তিন মাসের উপরে সড়কটির একটি বড় অংশ পুকুরে ধসে পড়েছে।প্রাণ হাতে নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে যানবাহন চালক থেকে শুরু করে মানুষকে।সামান্য বৃষ্টি ও যানের চাপে সড়কটি আরও ভেঙে যাচ্ছে।এক কথায় মরনফাঁদ হয়ে আছে সড়কটি।এই নিয়ে আমরা স্থানীয় প্রশাসনকে একাধিকবার বিষয়টি জানিয়েছি।মেরামতের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।গাড়ি চালক নুরুল ইসলাম বলেন,কনুয়া এলাকায় সড়কটি ধসে পড়ার কারণে প্রাণ হাতে নিয়ে চালকদের যাতায়াত করতে হচ্ছে।দুটি গাড়ি একসঙ্গে পাশ কাটলে একটি গাড়ি সরাসরি পুকুরে গিয়ে পড়বে।তাই রাস্তাটি দ্রুত সংস্করণের দাবি করছি।জাতীয় সড়কের মালদহ ডিভিশনের সহকারী বাস্তুকার দিগন্ত কুন্ডু বলেন, সড়কের তলার মাটি সরে গিয়ে এই ধসটি হয়েছে।ইতিমধ্যে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ পরিদর্শন করে এসেছে।অতি শিঘ্রই মেরামত করা হবে।

মোদির ধ্যানের প্রচার বন্ধের দাবিতে কমিশনে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মোদির ধ্যানের প্রচার বন্ধের দাবিতে নির্বাচন কমিশনে স্মারকলিপি 'সংবিধান বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চ'-এর
মোদির ধ্যানের প্রচার বন্ধের দাবিতে নির্বাচন কমিশনের কলকাতা অফিসে শুক্রবার স্মারকলিপি জমা দিল 'সংবিধান বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চ'। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনায় মঞ্চের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া জানান। জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, অষ্টাদশ লোকসভার নির্বাচন প্রায় শেষ লগ্নে। কাল শনিবার ১ জুন সপ্তম দফায় ভোট নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে ভোটের ৩৬ ঘন্টা আগে শেষ দফার প্রচারও সমাপ্ত হয়েছে। তথাপি কমিশনের আচরণবিধিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভোটের দিনেও প্রচার জারির চেষ্টা হচ্ছে। যা সরাসরি সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনী প্রচারে এক নতুন উপায় চালু করেছেন, সেটা হল মেডিটেশন বা ধ্যান। দেশজুড়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালে তিনি লাগাতার বিদ্বেষ, বিভাজন করে বক্তব্য দিয়েছেন। বিশেষ করে মুসলিম, খ্রিস্টান সহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে ভীতি সঞ্চার করতে তিনি এসব করে চলেছেন। ভারতের মতো দেশে যেখানে ৯৭ শতাংশ মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী এবং ধর্মনিরপেক্ষতা হল আমাদের সংবিধানের প্রাণভোমরা। এদেশে সব মানুষেরই ধর্মীয় অনুশীলনের অধিকার দিয়েছে সংবিধান। কিন্তু বিশেষত ভোট চলাকালে রাজনীতির সঙ্গে নির্লজ্জভাবে ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা করছেন, তার নজির বিশ্বের কোথাও নেই। সংবিধান বাঁচাও দেশ বাঁচাও মঞ্চের তরফে এই জায়গায় তীব্র আপত্তি জানিয়ে স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, কোনও হিন্দু ধর্মগুরু বা ধর্মীয়নেতাকে কখনও নিউজ চ্যানেলের ক্যামেরার সামনে লাইভ ধ্যান করতে দেখা যায়নি।

দাসনগরের ঘটনায় এখনও উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ভোটের ফলপ্রকাশের আগেই হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে উত্তেজনা ছড়াল। বৃহস্পতিবার রাতে দাসনগর থানার সামনে দু'পক্ষের সংঘর্ষ হয়। এক তৃণমূল কর্মীকে ধারাল অস্ত্রের কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় দলেরই অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। বৃহস্পতিবার রাতের ওই ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ছুটে আসে পুলিশ ও র‍্যাফ। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় এখনও উত্তেজনা রয়েছে। জানা গেছে, একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের জেরেই রাজ্যের শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসে। জেলা তৃণমূলের সম্পাদক ঘনিষ্ঠ এক যুবককে ধারাল অস্ত্র দিয়ে হামালার অভিযোগ ওঠে বিধায়ক ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে কার্যত রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয় দাসনগর থানা চত্বরে। একে ওপরের উপর হামলার চেষ্টা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামাতে হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। তবে এই বিষয়ে বিধায়ক গোষ্ঠীর পাল্টা দাবি টোটো চালকদের মধ্যে গন্ডগোল নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। এর সাথে কোনও রাজনীতি নেই। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে পুলিশ।

জমিতে ঢেঁড়স তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভোর রাতে জমিতে ঢেঁড়স তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল দু'জনের। মৃতদের নাম যথাক্রমে নীরদ সাঁতরা (৬৪) ও তারা রাণী সাঁতরা (৫৭)। সম্পর্কে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। শুক্রবার বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানা এলাকার ঘুটগড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনগ্রামের ঘটনা।স্থানীয় সূত্রে খবর, পেশায় কৃষক নীরদ সাঁতরা নিজস্ব জমিতে ঢেঁড়স চাষ করেছিলেন। এদিন ভোরে বৃষ্টির মধ্যেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ঢেঁড়স তুলতে গিয়েছিলেন। সেখানেই বজ্রস্পৃষ্ট হন। পরে গ্রামের মানুষ বিষয়টি জানতে পেরে চাষের জমি থেকে তাঁদের উদ্ধার করে বড়জোড়া সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন স্থানীয় বিধায়ক অলোক মুখার্জী। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের তিনি সমবেদনা জানিয়েছেন। মৃতদেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

শেষ পর্যায়ে প্রচারে নির্দল প্রার্থী হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● যাদবপুর

আপনজন: সোনারপুর দক্ষিণে প্রচার সারছেন দেশ বাঁচাও কমিটির যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী হোসেন গাজী। তার এবারের প্রতীক চিহ্ন গ্যাস সিলিন্ডার। প্রার্থী জানাচ্ছেন প্রতীক চিহ্নের কারণ এই যে গ্যাসের দাম দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ছোট দেশগুলো তারা গ্যাসের দাম নির্ধারণ করেছেন সাধারণের কথা ভেবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে চিন্তা আজ করতে পারেননি। তিনি শুধু প্রার্থী হিসেবে নয় সমাজসেবী হিসাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাদবপুর থেকে সুন্দরবন মানুষের সাথে ছিলেন মানুষের পাশে থাকবেন। এর আগে কোনো সংসদ যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে কোন কাজ সুনির্দিষ্ট করে উঠতে পারেনি। তাই তার কাজ হবে সাধারণ মানুষের জন্য যে সমস্ত কাজগুলি বাকি সেগুলি করা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাওড়াতে বিনামূল্যে কুরআন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আল কুরআন একাডেমী লন্ডনের পশ্চিমবঙ্গের সহযোগী সংস্থা দ্যা কুরআন স্টাডি সার্কেলের উদ্যোগে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া অন্তর্গত ভেকুটাল খান পাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো বিনামূল্যে অনুবাদকৃত কুরআন বিতরণ অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষেরা কুরআন সংগ্রহের জন্য আসেন। ১০০ জন মানুষের হাতে কুরআন তুলে দেয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাওলানা আব্দুল কাদির কোরআন দিয়ে জীবন গড়ার এবং কোরআন দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান এর জন্য কোরআন বুঝে পড়ার তাগিদ দেন। উপস্থিত ছিলেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের নিমদিঘি মোকামের মোকামি আমীর আমিরুল হাসান।

করণদীঘিতে গৃহবধূ খুনে ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● করণদিঘী

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার অন্তর্গত ভেবরি এলাকায় এক গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ উঠেছে, যা এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সীমা শর্মা নামে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ বৃহস্পতিবার সকালে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সীমার পরিবারের অভিযোগ, তাকে পরিকল্পনা করে মারধর ও ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। এরপর তার মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়। করনদীঘি থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, করনদীঘি থানার ভেবরি গ্রামের সীমা শর্মার সাথে ১৫ বছর আগে আলিহানগর গ্রামের মন্টু শর্মার বিয়ে হয়। মন্টু শর্মা পেশায় কাঠমিস্ত্রি। তাদের তিনটি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। সীমার পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হত।

এবার নজর জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রেও

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: রাত সুন্দরবন অধ্যুষিত জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। সপ্তম দফা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের নটি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট আছে। তার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্র। আর এর মধ্যেই পড়ে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র।এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা হলো ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, গোসাবা, বাসন্তী, মগরাহাট পূর্ব, জয়নগর ও কুলতলি।এই জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সুন্দরবনের বেশিরভাগ টাই পড়ে।দীর্ঘ সময় ধরে এই কেন্দ্রটি বামেদের লাল দুর্গ বলে পরিচিত ছিল।২০০৯ সালে তৃনমূল ও এস ইউ সি আই জোটের প্রার্থী এস ইউ সি আই এর ডা: তরুণ মন্ডল দীর্ঘ দিন বামেদের হাত থাকা এই কেন্দ্র টি দখল নেয়।তারপর থেকে গত দশ বছর এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে আছেন তৃনমুল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডল।এবার ও তিনি এই কেন্দ্রের প্রার্থী।আর গতবারের মতন এবারেও এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন জয়নগরের বিখ্যাত চিকিৎসক ডা: অশোক কান্ডারী।তবে এবারের জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে ১১ জন প্রার্থী লড়াই করছে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ১৮৪০৮৭৬, তার মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছে ৯৩৯৫১৭, মহিলা ভোটার রয়েছে ৯০১২৫৯এবং তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার রয়েছে ১০০, এই কেন্দ্রে মোট বুথ রয়েছে ১৮৭৯।কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে বারুইপুর পুলিশ জেলার ১৬০ কোম্পানি। এই কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে ক্যানিং বংকিম সরদার কলেজে।এই কেন্দ্রে এবারে মূলত তৃনমুল ও বিজেপির মধ্যে দ্বিমুখী লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলছে। এই দ্বিমুখী লড়াই নিয়েই চলছে সুন্দরবনের লোকসভার নির্বাচন। যদিও শেষ হাসি কে হাসবে তা ৪ জুন জানা যাবে।

কোচবিহারের শীতলকুচি ও দিনহাটায় সর্বোচ্চ ২৩ রাউন্ড করে গণনা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী জানান ৪ জুন গণনাতে এ রাজ্যের কোচবিহারের শীতলকুচি এবং দিনহাটায় সবচেয়ে বেশি রাউন্ড গণনা হবে। ২৩ রাউন্ড করে গণনা হবে। অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী আরোও বলেন ,সপ্তম দফার নির্বাচনে শনিবার ভোট। মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট চালু আছে। এখন পর্যন্ত ১১ লক্ষ বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে। এখন পর্যন্ত ৬৬৭ টি হেলিকপ্টারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৫২১ টি অনুমতি পেয়েছে তৃণমূল বিজেপি এবং কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনীতিক দল। নাকা চেকিং , ফ্লাইং স্কোয়াড টিম এবং স্ট্যাটিক সার্ভিলেন্স টিম এবং কিউ আর টি রয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র সহ বোমা উদ্ধার হয়েছে । মোট উদ্ধার হয়েছে ৪৪০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে মদ ,মাদক সহ অন্য অন্য দ্রব্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। হোম ভোটিং মোট পরিমাণ হচ্ছে ৮৫ বছরের ৯২৮২২ জন। যার মধ্যে প্রতিবন্ধী ভোটের ৩৬৩৪২ জন। ভোট গণনা মোট ৪২ টি লোক সভার ৪০৫৩০ টি ভোট কেন্দ্র জন্য ৩৯৪ টি স্ট্রং রুম রয়েছে। ৯৫ টি কাউন্টিং ভেন্যু আছে। গণনা কেন্দ্রে পোস্টাল ৪১৮ জন এ আর ও থাকবেন। পোস্টাল ব্যালটের জন্য আলাদা করে এ আর ও থাকবেন। ৩ লক্ষ বেশি পোস্টাল ব্যালটের গণনা হবে আগে। কোচবিহার জেলার শীতলকুচি এবং দিনহাটায় সবচেয়ে বেশি রাউন্ড গণনা হবে। ২৩ রাউন্ড করে গণনা হবে। সবচেয়ে কম রাউন্ড হবে ৯ রাউন্ড । ২৫ হাজারের বেশি কর্মী গণনা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। মোট ভোটার সংখ্যা ৭কোটি ৬০১০০৭ জন। প্রার্থী ৫০৭ জন ছিলেন। মহিলা ৭২ জন । কাউন্টিং অবজারভার থাকবেন।

দুবরাজপুরে বাড়ির ছাদে বোমা বিস্ফোরণ ও গুলিকান্ডে ধৃত ৫

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: গত ১৩ ই মে বীরভূমের দুটি লোকসভা আসনে চতুর্থ পর্যায়ে ভোটগ্রহণ পর্ব একপ্রকার শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে সম্পন্ন হয়। এরপর ৪ ই জুন ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবার কথা। সেই মোতাবেক গননা পরবর্তীতে জেলার কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এব্যাপারে জেলা পুলিশ প্রশাষন তৎপর। যার প্রেক্ষিতে জেলার বিভিন্ন থানার মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সর্বদলীয় শান্তি কমিটির আলোচনা সভা। ঠিক সেই মুহূর্তে দুবরাজপুর থানা এলাকার একটি বাড়ির ছাদে ঘটে গেল বোমা বিস্ফোরণ। সেই সাথে চলল গুলি। এনিয়ে এলাকার মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ। ঘটনাটি দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর পঞ্চায়েতের খোয়াজ মহম্মদপুর গ্রামে। তৃণমূল ও কংগ্রেস কর্মীদের বিবাদের জেরেই বোমা বিস্ফোরণ এবং গুলির কান্ড। জানা গিয়েছে, যশপুর পঞ্চায়েতের খোয়াজ মহম্মদপুরের বাসিন্দা শেখ সেলিম ও শেখ আজম দুজনেই তৃণমূল কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি ভোলানাথ মিত্রর অনুগামী ছিলেন সেখ আজম । ভোলানাথ মিত্র পদ হারাতেই আজমের ও ক্ষমতা সীজ হয়। বর্তমানে সেখ সেলিম হন তার স্থলাভিষিক্ত। আর সেই নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ।ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরবেলায় শেখ আজমের বাড়ির ছাদে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে ।যার ফলে বাড়ির টিন উড়ে যায়। খবর পেয়ে আজমের দূর সম্পর্কের ভাই সিভিক ভলেন্টিয়ারের ডিআইবিতে কর্মরত শেখ রাজু ঘটনাস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তার ওপরে চড়াও হয় সেখ সেলিমের লোকজন। এর প্রেক্ষিতে দুই গোষ্ঠীর লোকজন বোমা গুলি নিয়ে মেতে ওঠে। গুলিতে আহত হয় শেখ সেলিম ঘনিষ্ট শেখ ওসমান। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, দুবরাজপুরের সিআই, এবং দুবরাজপুর, ইলামবাজার, সদাইপুর ও খয়রাশোল থানার ওসিদের নিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছায়।শেখ আজম এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার শেখ রাজুকে পুলিশ আটক করে। তাছাড়াও সেখ আজমের ঘর সিল করে দেয় পুলিশ। প্রসঙ্গত, এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায় এক সময় এলাকার ত্রাস ছিল শেখ আজম। পরবর্তীতে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে তার, তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়লেও ভোলানাথ মিত্র অর্থাৎ দুবরাজপুরের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি তার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল এই আজম। কিন্তু বর্তমানে এলাকা নিজের দখলে আনতে মরিয়া হয় শেখ সেলিম।

প্রথম নজর

বিশ্বের সেরা এয়ারলাইন্স কোনটি, তালিকা প্রকাশ

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ সালের সেরা এয়ারলাইন্সের (আন্তর্জাতিক) খেতাব পেয়েছে কাতার এয়ারওয়েজ। গত বছর এয়ার নিউজিল্যান্ড সেরা এয়ারলাইন্সের স্বীকৃতি পেয়েছিল।
অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা ও পণ্য রেটিং সংস্থা এয়ারলাইনস রেটিংস ডটকম এ তালিকা প্রকাশ করেছে।
এয়ারলাইনস রেটিংস ডটকমের প্রধান সম্পাদক জিওফ্রে থমাসের নেতৃত্বে বিচারক প্যানেলে পাঁচজন সম্পাদক ছিলেন। তারা সূচক নির্ধারণ করার সময় ১২ টি বিষয় বিবেচনায় নেন। এর মধ্যে নিরাপত্তা ও পণ্যের রেটিং, বিমানবহরের বয়স, মুনাফা, গুরুতর ঘটনা, উদ্ভাবন, যাত্রীদের মূল্যায়ন ইত্যাদি।
এদিকে সেরা বিজনেস ক্লাসের স্বীকৃতিও পেয়েছে কাতার এয়ারওয়েজ। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস সেরা প্রথম শ্রেণির পুরস্কার জিতেছে। এমিরেটস সেরা প্রিমিয়াম ইকোনমি এবং এয়ার নিউজিল্যান্ড সেরা ইকোনমি ক্লাসের স্বীকৃতি পেয়েছে।
তালিকার শীর্ষ ২৫-এ কাতার এয়ারওয়েজের পর আছে কোরিয়ান এয়ার, ক্যাথে প্যাসিফিক এয়ারওয়েজ, এয়ার নিউজিল্যান্ড, এমিরেটস, এয়ার ফ্রান্স-কে এল এম, অল নিপ্পন এয়ারওয়েজ, ইতিহাদ এয়ারওয়েজ, কান্তাস, ভার্জিন অস্ট্রেলিয়া-আটলান্টিক, ভিয়েতনাম এয়ারলাইনস, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস, ইভিএ এয়ার, টিএপি পর্তুগাল, জেএএল, ফিনএয়ার, হাওয়াইয়ান, আলাস্কা এয়ারলাইনস, লুফথানসা-সুইস, তুর্কিশ এয়ারলাইনস, আইজিএ গ্রুপ (ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ও আইবেরিয়া), এয়ার কানাডা, ডেল্টা এয়ারলাইনস, ইউনাইটেড এয়ারলাইনস ও আমেরিকান এয়ারলাইনস।

এবার ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে স্লোভেনিয়া

আপনজন ডেস্ক: এবার ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউরোপের দেশ স্লোভেনিয়া। দেশটির সংসদ অনুমোদন দিলেই বিষয়টি কার্যকর হবে। বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী রবার্ট গোলোব।
এক সংবাদ সম্মেলনে রবার্ট গোলব বলেন, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সরকার। এবার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দেশটির পার্লামেন্টের অনুমোদনের প্রয়োজন পড়বে। আগামী মঙ্গলবার (৪ জুন) পার্লামেন্টে এ বিষয়ে ভোটাভুটি হবে।
তবে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ মনে করছেন, স্লোভেনিয়ার পার্লামেন্টে ফিলিস্তিনের স্বীকৃতির বিষয়টি অনুমোদন পাবে না।
সামাজিকমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে তিনি বলেন, আমি আশা করি, স্লোভেনিয়া সরকারের এই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করবে দেশটির পার্লামেন্ট।
এর আগে গত ২৮ মে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় স্পেন, আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ সদস্যদেশের মধ্যে সুইডেন, সাইপ্রাস, হাঙ্গেরি, চেক প্রজাতন্ত্র, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া ও বুলগেরিয়া আগেই এই স্বীকৃতি দিয়েছে। একই পথ অনুসরণ করার ঘোষণা দিয়েছে মাল্টাও।
এদিকে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াও। আর ফ্রান্স বলেছে– এই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এখন সঠিক সময় নয়। অপর দিকে ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির ভাষ্যমতে, একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধান সম্ভব।
উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের সদস্য ১৪৭টি দেশ। এর মধ্যে চলতি বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে সবশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে, বাহামা, ত্রিনিনাদ অ্যান্ড টোবাগো, জামাইকা অ্যান্ড বারবাডোজ, স্পেন, নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ড।

গাজার 'গণহত্যা' নিয়ে বক্তব্য, চাকরি হারালেন মুসলিম নার্স

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় গত বছরের অক্টোবর থেকে যুদ্ধ চলছে। গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৩৬ হাজার ছাড়িয়েছে। এই গাজা যুদ্ধে ইসরায়েল 'গণহত্যা' চালাচ্ছে, এমন মন্তব্য করে চাকরি হারালেন নিউইয়র্কের হাসপাতালে কর্মরত একজন ফিলিস্তিনি-আমেরিকান মুসলিম নার্স। খবর রয়টার্স ও গার্ডিয়ানের।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চাকরি হারানো হাসেন জাবের নামের ওই নার্স গর্ভাবস্থা ও প্রসবের সময় সন্তান হারানো শোকার্ত মায়েদের নিয়ে কাজ করেন। এই কাজের জন্য স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই তিনি গাজার 'গণহত্যা' নিয়ে কথা বলেন।
এই নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার এনওয়াইইউ ল্যাংগোন হেলথ হাসপাতালের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'বিভাজনমূলক' এই বিষয়ে কথা না বলতে লেবার এবং ডেলিভারি নার্স জাবেরকে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

ইন্সটাগ্রামে এক পোস্টে জাবের জানান, গত ৭ মে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তখন তিনি বক্তব্য দিয়েছিলেন। এরপরই তাকে বরখাস্তের চিঠি ধরিয়ে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
জাবের তার বক্তব্যের একটি অংশে গাজা যুদ্ধে সন্তান হারানো শোকার্ত মায়েদের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, এই পুরস্কার তার কাছে 'খুবই ব্যক্তিগত' গুরুত্ব বহন করে। তিনি বলেন, গাজায় চলমান গণহত্যার মধ্যে আমার দেশের নারী যে অকল্পনীয় ক্ষতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, তা আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়।
এক ইমেইল বার্তায় হাসপাতালটির মুখপাত্র জানিয়েছেন, কর্মক্ষেত্রে এই 'বিভাজনমূলক এবং বিচারাধীন বিষয়ে' যেন কথা না বলেন, সে জন্য গত ডিসেম্বরে নার্স হাসেন জাবেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।
তিনি আরও বলেন, তার পরিবর্তে জাবের কর্মীদের মূল্যায়নের একটি অনুষ্ঠানকে বেছে নেন, যেখানে তার অনেক সহকর্মী উপস্থিত ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার মন্তব্যে মর্মাহতও হয়েছে। তাই জাবের আর এনওয়াইইউ ল্যাংগোনের কর্মী থাকছেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ নির্বাচন: কাকে নিয়ে জোট করবে এএনসি?

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ১৯৯৪ সালের পর প্রথম বারের মতো নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে যাচ্ছে। গত বুধবার (২৯ মে) দেশটির জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়েছে জনগণ। নির্বাচন পরবর্তী জরিপের তথ্যমতে, নির্বাচনে বৃহত্তম দল হিসেবে বিজয়ী হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে যাচ্ছে এএনসি। মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, এখন পর্যন্ত ৭০ শতাংশ ভোট গণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে এএনসি ৪২ শতাংশ ভোট পেয়ে সবার ওপরে রয়েছে। কিন্তু সরকার গঠন করতে হলে তাকে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হবে বা ২০১ টি আসনে জয় লাভ করতে হবে। অথবা অন্য দলগুলোর সঙ্গে জোট করতে হবে।
যদিও নির্বাচন কমিশন রবিবার চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করবে বলে আশা করা হচ্ছে, তবে এএনসি ইতিমধ্যে সম্ভাব্য জোট অংশীদারদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করেছে বলে আল জাজিরা প্রতিবেদনে জানা যায়। এএনসির মানতাশে বলেছেন, দল এই ফলাফলের জন্য কোনো পরিকল্পনা করেনি। জোট একটি অপ্রত্যাশিত বিষয়, আপনি তো

অপ্রত্যাশিত বিষয়ের জন্য পরিকল্পনা করবেন না। তবে তিনি এমকে পার্টির সঙ্গে জোট করার কথা অস্বীকার করেছিলেন।
অন্যান্য বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে এএনসি আলোচনা করবে কিনা তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করবেন। আইন অনুসারে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ১৪ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয়। আমাদের হাতে সময় রয়েছে।
এমপোফু ওয়ালশ বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক ভূখণ্ড "কোলাহলপূর্ণ ও অস্থিতিশীল" হবে বলে মনে হচ্ছে। তবে এএনসির সমর্থন হ্রাসের সম্পূর্ণ পরিণতি ফলাফলের পরে দেখা যাবে। সংবাদ মাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এমকে ও এএনসির মধ্যে একটি জোট হতে পারে। কিন্তু দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের ফাটলের কারণে এটি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। এর পরিবর্তে এএনসি, ডিএ ও আইএফপিকে জোটের প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।
দক্ষিণ আফ্রিকার মেইল অ্যান্ড গার্ডিয়ান পত্রিকার কোয়াজুলু-নাটাল সংবাদদাতা, প্যাডি হার্পার বলেছেন, 'ইএফএফ ও এমককে সরকারের বাইরে রাখার জন্য ডিএ ও আইএফপিকে তাদের বিকল্প হিসেবে রাখতে পারে এএনসি।'
এই নির্বাচনে ডিএর সমর্থন বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দলটি শ্বেতাঙ্গ লোকদের ভোট ফিরে পেয়েছে। যারা গত নির্বাচনে একটি দলকে তার ডানদিকে সমর্থন করেছিল। এছাড়া কিছু কৃষ্ণাঙ্গ মনে করেছিল যে জাতীয় সরকারে ডিএকে সুযোগ দেওয়া দরকার বলে বিবিসির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এএনসির অন্য বিকল্প হতে পারে জাতীয় সরকারে ইএফএফের সঙ্গে জোট গঠন করার চেষ্টা করা। মিস্টার মাশাটাইলের সমর্থিত গাউতেংয়ের এএনসি নেতারা ইএফএফের সাথে জোটবদ্ধ হওয়া পছন্দ করেন বলে জানা গেছে।

ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধবিরতি, মানবিক সহায়তা ও শান্তি প্রয়োজন: মালালা

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
ইসরায়েল দখলকৃত ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। গত সপ্তাহে রাফাহ থেকে হৃদয় বিদারক ফুটেজ আসার পর পরিস্থিতি আরও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। রাফায় ইসরায়েল প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে ৪০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে যাদের অধিকাংশ নারী ও শিশু।
এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে ক্ষোভের ঝড় ওঠে। তবে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রাফাহতে হামলা বন্ধের নির্দেশ দিলেও ইসরায়েল সেখানে হামলা অব্যাহত রেখেছে।
ভোগ ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মালালা বলেন, এখন খুবই কঠিন সময়, বিশেষ করে গাজায় যা ঘটছে তার কারণে। এই সপ্তাহে আমরা রাফায় যা দেখলাম তা হৃদয় বিদারক। এই মুহূর্তগুলোর সাক্ষী হওয়া হৃদয়বিদারক ও আতঙ্কজনক।
মানুষ এতটাই ক্ষুব্ধ এবং বিশ্বাস করতে পারছে না, আমাদের চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটতে পারে!
এই শিক্ষা আন্দোলনকর্মী বলেন, যখন তিনি চিন্তা করেন যে গাজার ফিলিস্তিনিরা কী অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি কল্পনাও করতে পারবেন না কী নৃশংসতা এবং যন্ত্রণায় তারা রয়েছে।
তিনি বলেন, এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয়, মানুষকে মানবিক করে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি।

হঠাৎ কেন ট্রেন্ডিংয়ে 'অল আইজ অন রাফা'?

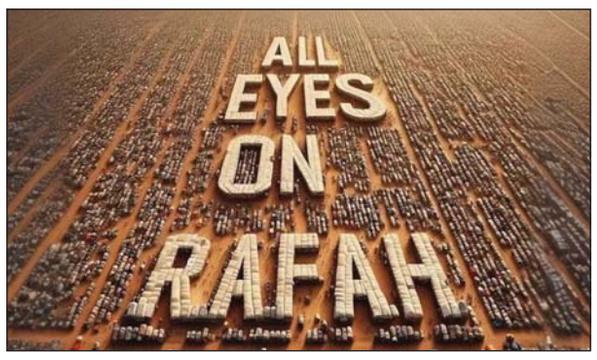

আপনজন ডেস্ক: সোশ্যাল মিডিয়ায় মরুভূমির তাঁবুর একটি আকর্ষণীয় পটভূমিতে তৈরি করা 'অল আইজ অন রাফা' শব্দগুলোর সঙ্গে একটি এআই কারুকৃত করা চিত্র ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছে। বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায়, সবার নজর রাফার দিকে। একাধিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারী এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলো গাজার ফিলিস্তিনীয় জনগণের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে স্পটলাইট করার জন্য এই শক্তিশালী চিত্র এবং স্লোগান ব্যবহার করছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলের চলমান সহিংসতার দিকে বিশ্বের নজর ফেরানোর আহ্বান জানানো ছবিটি ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে ইনস্টাগ্রামে শেয়ার হয়েছে প্রায় চার কোটি বার। আর সময় যত গড়াচ্ছে, ততই যেন আরো বেশি ছড়িয়ে পড়ছে পোস্টটি।
মূলত পুরো বিশ্বের নানা প্রান্তের মানুষ যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা ভূখণ্ডের রাফায় আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে যে পোস্ট করছে, সেখানেই উল্লেখ করা হচ্ছে 'অল আইজ অন রাফা'।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গত রোববার রাতে দক্ষিণ গাজার রাফায় শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের হামলায় নারী-শিশুসহ ৪৫ জন নিহত হন। এমন হামলার পর ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দাবি, রাফায় হামলা ছিল একটি 'মর্মান্তিক দুর্ঘটনা'।
শুরুতে ইসরায়েলি সেনারা দাবি করেছিল, হামাসের ঘাঁটিতে সফল অভিযান চালানো হয়েছে। যাতে বেশ কয়েকজন হামাস কমান্ডার নিহত হয়েছেন। তবে শরণার্থী শিবিরে হামলার তথ্য সামনে আসতেই নিন্দায় সরব হয় বিশ্ব। আর তারপর থেকেই ট্রেন্ডিংয়ে 'অল আইজ অন রাফা'। আর তারপর থেকেই ট্রেন্ডিং 'অল আইজ অন রাফা'। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন অনেকেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রির অভিযোগে জার্মানির বিরুদ্ধে মামলা

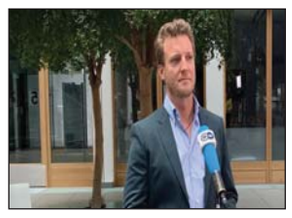

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রির অভিযোগে জার্মানির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
মানবাধিকার আইনজীবী আলেকজান্ডার শোয়ারৎস বলেছেন, জার্মানির কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র দিয়ে যে ইসরায়েল গাজায় যুদ্ধাপরাধ করছে, তা বিশ্বাস করার 'যৌক্তিক কারণ' আছে।
এছাড়া ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠিয়ে জার্মান সরকার আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন শোয়ারৎস।
তিনি বার্লিনভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর কনস্টিটিউশনাল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস বা ইসিসিএইচআর এর ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রোগ্রামের ডেপুটি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর।
অস্ত্র রফতানি বন্ধের আশায় ইসিসিএইচআর বার্লিনের ফেডারেল আদালতে জার্মান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করছে।
শোয়ারৎস বলছেন, ইসরায়েলকে দেওয়া জার্মানির অস্ত্রের মধ্যে আছে বাজুকা রকেট লঞ্চার, গোলাবারুদ ও ট্যাংক ইঞ্জিন।
ইসিসিএইচআরের কাছে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে, এই ধরনের অস্ত্র দিয়ে ইসরায়েল গাজার বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ করছে। এসব অপরাধের মধ্যে আছে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যা সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রধান প্রসিকিউটর নিশ্চিত করেছেন।
ইসরায়েল যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, তারা হামাসের বিরুদ্ধে লড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইইউসহ আরও অনেকে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন মনে করে।
শোয়ারৎস বলেন, সম্ভাব্য অপরাধের প্রমাণ হিসেবে ভিডিও, ছবি ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য সংগ্রহ করেছে তার সংস্থা। তিনি জানান, আমরা জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবেদন সংগ্রহ করেছি যেগুলোতে অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে।
মানবাধিকার বিষয়ক এই আইনজীবী বলেন, ইসরায়েলের আত্মরক্ষার একটি 'সহজাত অধিকার' রয়েছে। তবে, ইসরায়েলকে মানবাধিকার বিষয়ক আইনকে সম্মান দেখাতে হবে, যেটা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয়, তারা সেটি করছে না। ২০২৩ সালে ইসরায়েলকে ৩২৬.৫ মিলিয়ন ইউরোর অস্ত্র দিয়েছে জার্মানি। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই জার্মানির অবস্থান।

সেহেরী ও ইফতারের সময়
সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২১ মি.

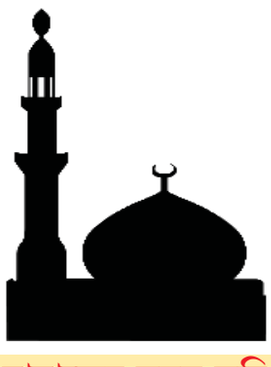

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২০	৪.৫১
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৪.১১	
মাগরিব	৬.২২	
এশা	৭.৪১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

ইসরায়েলি সেনা সমাবেশে হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সেনা সমাবেশে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ হামলা চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।
বৃহস্পতিবার (৩০ মে) ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ইরনা এ খবর দিয়েছে। তবে হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।
লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ সেনারা ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলের উত্তরে একটি সেনা সমাবেশে হামলা চালিয়েছে। এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহর সামরিক শাখা জানিয়েছে, আমাদের মুজাহিদিনরা জালুল আলম ঘাঁটি এলাকায় ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ করে কামানের গোলা দিয়ে হামলা হামলা চালিয়েছে।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামসের বিবৃতি, প্রতিক্রিয়ায় কঠোর ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত একটি বিবৃতি দিয়েছে হামাস। প্রস্তাবিত সেই বিবৃতি নিয়ে কঠিন ভাষায় কথা বলেছে ইসরায়েল। তারা বলেছে, হামাস যদি তাদের কব্জায় থাকা সব জিম্মিকে মুক্তি দেয়, তাহলেই গাজা ইস্যুতে শান্তি চুক্তির ব্যাপারটি বিবেচনা করবে ইসরায়েল।
দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সবার আগে জিম্মিদের মুক্তি দিতে হবে। যদি তা না হয়, তাহলে গাজায় অভিযান থামবে না। কোনো চুক্তিও হবে না। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার হামাসের হাইকমান্ড একটি বিবৃতি দিয়েছে। সেই বিবৃতিতে তারা বলেছে, গাজায় যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আর কোনো আলোচনায় অংশ নিতে রাজি নয় তারা; তবে ইসরায়েল যদি গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধ করে, তাহলে সব জিম্মিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।
পাশাপাশি স্থায়ী শান্তি চুক্তির জন্য তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।
বিবৃতিতে হামাস বলেছে, গাজায় আমাদের জনগণ, পরিবার-পরিজনের ওপর গণহত্যা চলছে। যারা বেঁচে আছে, তারা প্রতিদিন আগ্রাসন-দুর্ভিক্ষ-দখলদারিত্বের শিকার হচ্ছে। হামাস এবং ফিলিস্তিনের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন গোষ্ঠী মনে করে, এ পরিস্থিতিতে গাজায় যুদ্ধবিরতির আলোচনায় হামাসের অংশগ্রহণ সার্বিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে না।

দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের প্রতিশ্রুতি নড়বড়ে হওয়া উচিৎ নয়: শি জিনপিং

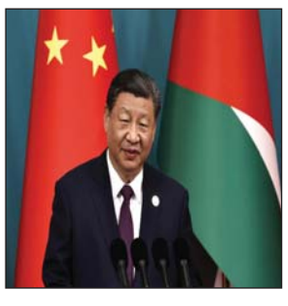

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনে দীর্ঘদিন ধরে আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরায়েল। চলমান এ যুদ্ধ প্রসঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, অনির্দিষ্টকাল ধরে যুদ্ধ চলতে পারে না। ন্যায়বিচার চিরদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকতে পারে না। একটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের প্রতিশ্রুতি ইচ্ছামতো নড়বড়ে হয়ে যাবে, এটা ঠিক নয়। আমাদের দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে।
বৃহস্পতিবার চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে চায়না-আরব স্টেটস কোঅপারেশন ফোরামের (সিএএসসিএফ) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এতে বাহরাইন, মিসর, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ও আরব লীগের অন্য দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা অংশ নেন।
শি বলেন, উন্নয়নের বিস্তৃত সম্ভাবনাময় ভূমি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। তবে চলমান যুদ্ধের কারণে এ অঞ্চলের উন্নয়ন দৃশ্যমান হচ্ছে না। গত বছরের অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধ চরম আকার ধারণ করেছে। যুদ্ধের কারণে এ অঞ্চলের মানুষ সীমাহীন কষ্টের শিকার হচ্ছে।

গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ২৪ ফিলিস্তিনি নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলায় ২৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে রাফা শহরে ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত ১২ ফিলিস্তিনি। এছাড়া পৃথক তিনটি হামলায় গাজায় আরো ১২ জন নিহত হয়েছেন। সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী বৃহস্পতিবার দক্ষিণ গাজার রাফাতে বিমান হামলা চালিয়ে অন্তত ১২ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে বলে গাজার চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।
এছাড়া উপকূলীয় এই ভূখণ্ডের আরো বেশ কয়েকটি এলাকায় লড়াই চলছে। একদিন আগেই গাজা উপত্যকা এবং মিশর সীমান্ত বরাবর একটি বাফার জোনের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার কথা জানায় ইসরায়েল। এরপরেই রাফায় হামলা চালানো হয়। গাজার পুরো স্থল সীমান্ত নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। বুধবার ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী জানায়, তারা গাজা ও মিশর সীমান্তে কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। ওই এলাকা ফিলাডেলফি করিডোর নামে পরিচিত। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর (আইডিএফ) এক মুখপাত্র দাবি করেন, সেখানে তারা ২০টির মতো টানেল খুঁজে পেয়েছে। হামাস এগুলো অস্ত্র চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করতো।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৪৮ সংখ্যা, ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২৩ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

কায়দা-কৌশল!

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নির্বাচনি বৈতরণি পার হইতে এক নূতন কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার অভিনবই বটে! তাহা হইল প্রতিপক্ষ দলের শীর্ষস্থানীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা, সাজানো ও ভিত্তিহীন মামলা-মোকদ্দমা দিয়া তাহাদের জেলে ভরিয়া রাখা কিংবা কোর্ট-কাচারিতে তাহাদের দৌড়ের উপর রাখা। ইহাতে তাহারা হামলা-মামলার ভয়ে এমনিতেই আত্মগোপনে চলিয়া যান। জাতীয় নির্বাচন তো বটে, স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের সময়ও কোনো প্রকার ঝুঁকি নেওয়া হয় না। বৃহত্ গণতান্ত্রিক দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রী অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে জেল হইতে ছাড়া পাইবার পর স্বাস্থ্যগত কারণে জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ তাহাকে পহেলা জুন আবার জেলে যাইতে হইবে। দক্ষিণ এশিয়ার আরেকটি দেশে একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে জেলে রাখিয়াই আয়োজন করা হইল জাতীয় নির্বাচন। শুধু তাহার বিরুদ্ধেই নহে, তাহার বিবির বিরুদ্ধেও মামলা দেওয়া হয়। এইভাবে খোঁজ লইলে নানা দৃষ্টান্ত ও চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ তো এক কাঠি সরেস। নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ জানাইতে পারে–এমন কোনো 'কার্যকর' বিরোধী দলই রাখে নাই দীর্ঘকাল ধরিয়া বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় থাকা সিপিপি। নির্বাচনের পূর্বে তাহারা সর্ববৃহৎ বিরোধী দলের নিবন্ধন পর্যন্ত বাতিল করিয়া দেয়। কী চমৎকার নির্বাচনি ব্যবস্থা!

উগ্রপন্থি সংগঠন আল-কায়দার উত্থান একদা ছিল চোখে পড়িবার মতো। এখন আল-কায়দার অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশে নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখন দেখা যাইতেছে এক নূতন কায়দা বা কলাকৌশল। বিরুদ্ধমতের রাজনীতিবিদরা এখন যাইবেন কোথায়? তাহারা এখন প্রমাদ গুনিতেছেন। তাহারা জেলে চলিয়া গেলে কি নির্বাচনের ট্রেন বসিয়া থাকিবে? নিশ্চয়ই নহে। এই জন্য রাতারাতি জাগিয়া উঠিয়াছে নূতন নূতন মুখ। বাহারি নামের 'স্বতন্ত্র'। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশে তাহারা জয়লাভ করিয়া 'তাক' লাগাইয়া দিতেছেন বিশ্বকে। রাজনীতির এই নূতন ধারা কি গণতন্ত্রের জন্য স্বাস্থ্যকর? নাকি নির্বাচনের প্রতি সাধারণ ভোটারদের আস্থা নষ্ট হইবার ইহাই মূল কারণ? দীর্ঘ মেয়াদে এই কায়দা বা কৌশল কি এই সকল দেশের জন্য আরো বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য ডাকিয়া আনিবে না?

বিশ্বের এমন দেশও রহিয়াছে যেইখানে বিদ্যমান শাসক নিজ উদ্যোগে সংবিধান পরিবর্তন করিয়া আজীবনের জন্য ক্ষমতায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। সংবিধান পরিবর্তন করিয়া প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদও বাড়ানো হইয়াছে নিজের ইচ্ছামতো। কাহারো কাহারো বিরুদ্ধে বিরোধীদের জেলে রাখিয়া মারিয়া ফেলিবারও অভিযোগ রহিয়াছে। ইহা কি আরো বিপজ্জনক নহে? তাহারা ইহা না করিয়া ইচ্ছা করিলে নির্বাচন নাও দিতে পারিতেন। যেইহেতু তাহাদের বিরোধিতা যাহারা করিতেছেন, তাহারা দমন-পীড়নের শিকার হইয়া দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িয়াছেন, তাই তাহাদের এত ভয় কীসের?

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক বত্সর বা তাহারও অধিক কাল হইতেই জেল-জুলুমের অপকৌশল অবলম্বন করা হয়। জাতীয় নেতা তো বটে, স্থানীয় নেতাকর্মীদেরও জেলে না রাখিয়া তাহারা শান্তিতে ঘুমাইতে পারেন না। অবশ্য নির্বাচন শেষ হইলেই কৌশলগত কারণে কেহ কেহ জামিনে ছাড়া পান। তবে তাহার পরও অনেককে আটকাইয়া রাখা হয়। আজ হউক বা কাল হউক, যখন পটপরিবর্তন হইবে, তখন রাজনীতির এই চল যে তাহাদের জন্য বুমেরাং হইবে না তাহারই-বা নিশ্চয়তা কোথায়?

ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে উচ্চ আদালতের রায় কি বৈষম্যমূলক? আরএসএস-এর প্রভাব কিনা প্রশ্ন!

কয়েকদিন আগেই কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি অগ্রিম অবসর নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে চলমান লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী। আরও এক জন বিচারক অবসর গ্রহনের পর ঘোষণা করছেন তিনি আরএসএস এর সদস্য ছিলেন। পর্যবেক্ষণের এই ভাষা পড়ে নিরপেক্ষ নাগরিকের মনে ধারণা জন্মাবে যে বর্তমান বিচারকদের মানসিক গড়ন আরএসএস এর ধাঁচে গড়া এবং হয়তো এঁরাও বিজেপিতে ভর্তি হবেন। আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি বিচারকদের নির্দেশনা মেনে কাজ করলেও কমিশন আগামী দিনে ৭৭ টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি হিসেবে ঘোষণা করার সুপারিশ করবে না। আসলে বাংলায় মুসলিমদের ওবিসি থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ এই রায়। লিখেছেন **তায়েদুল ইসলাম...**

গত ২২ মে কলকাতা উচ্চ আদালত ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে যে রায় দিয়েছে তার মূল কথা হল (ক) ২০১০ সালের পর যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ওবিসি হিসেবে ঘোষণা বা চিহ্নিত করা হয়েছে তা অসাংবিধানিক। প্রশ্ন হল, ১) ২০১২ সালে তৈরি করা আইন অনুযায়ী ঐ গোষ্ঠীগুলোকে ওবিসি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আদালত কি ২০১২ সালে তৈরি করা আইনটিকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করেছে? তা করে না থাকলে আইনটি বহাল থাকছে এবং ঐ আইন অনুযায়ী ঘোষণা করা গোষ্ঠীদের প্রদেয় সার্টিফিকেট বাতিল করছে। এটা কেমন রায়?

খ) একই বিষয়ে যদি দুটি আইন দুটি ভিন্ন সময়ে তৈরি হয় এবং দুটি আইনের মধ্যে বিরোধীতা দেখা যায় তা হলে সাধারণ জ্ঞান বলে শেষে তৈরি হওয়া আইনটি মান্যতা পাবে। ওবিসি নিয়ে ১৯৯৩ সালে এবং ২০১২ সালে দুটো আইন তৈরি হয়। আদালত ১৯৯৩ সালের আইনটিকে মান্যতা দিয়েছেন। ২০১২ সালের আইনটিকে বিবেচনায় আনেননি। এটা আদালতের আইনের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বলে আমাদের মনে হয়েছে।

গ) ২০১২ সালের পর চিহ্নিত ওবিসি গোষ্ঠীগুলিকে প্রদেয় সার্টিফিকেট বাতিল হলে সমস্ত সার্টিফিকেটই বাতিল হবে। রায়ে যারা কোন না কোন ভাবে সার্টিফিকেট দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তাদের সার্টিফিকেট বাতিল হচ্ছে না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যারা কোন ভাবেই উপকৃত হননি তাদের সার্টিফিকেট বাতিল করা হচ্ছে। এটাও কি বৈষম্য নয়?

২) কোন জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সম্পর্কে সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইলে সরকারের কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সরকারের কাছে তথ্য জানার অনেক উৎস থাকে। বিশেষ কমিশন তার মধ্যে একটি। কোন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত তথ্য না পেলে কমিশনের কাছে যেতে হবে। অনেক সময় কোন জনগোষ্ঠী নিজে থেকেই ওবিসি হওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করে। তখন সরকারের কাছে উপযুক্ত তথ্য না থাকলে যাচাই করার জন্য কমিশনকে দায়িত্ব দেয়। কমিশনের সুপারিশ চাওয়া সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক হওয়া সামাজিক ন্যায় এর পরিপন্থী। সেই দিক থেকে দেখলে ১৯৯৩ সালের আইনটি ত্রুটিপূর্ণ। আদালত ঐ আইনটিকেই গুরুত্ব দিয়েছে। জ্যোতি বসু বলেছিলেন বাংলায় কোন ওবিসি নেই। তার পর "ভোট বড় বালাই" এর চাপে পড়ে ওবিসি কমিশন গঠন করেন। কমিশনের ঘাড়ে বন্দুক রেখে ওবিসিদের স্বীকৃতি না দেওয়ার অন্তত কম দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তা ছাড়াও ১৯৯৩ সালের ওবিসি কমিশন আইন কি সংবিধানের মৌলিক অধিকারের মত সংশোধন যোগ্য নয়? কমিশন আদালতে বলেছেন যে, এই সমস্ত জনজাতির বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছিল। তখন আদালত আরও বিষয়গুলির উপরে জানতে চান। সার্ভে করা হয়েছিল কিনা, শুনানি করা হয়েছিল কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। ২০১২ সালের আইনে বলা হয়েছে সরকার তার বিভিন্ন তথ্য দিয়ে যদি মনে করেন একটি জনজাতিকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন, তাহলে সরকার তাদেরকে প্রশাসনিকভাবে ওবিসি তালিকাভুক্ত করতে পারেন। আদালত ১৯৯৩ সালের আইনকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে এই রায় তৈরি করেছেন। অথচ মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯২ সালে ইন্দ্র সাহানি মামলার রায়ে বলেছেন, প্রশাসনিকভাবে সরকার ওবিসি তালিকা ভুক্ত করতে পারেন। কলকাতা উচ্চ আদালত এই মামলার রায়ের উপর কেন গুরুত্ব দিলেন না তা অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। ২০১২ সালের আইনটিকে বাতিল না করেই বলা যায় সরকার আইন না মেনে অনেক গোষ্ঠীকে ওবিসি তালিকা ভুক্ত করেছে? ব্যাকওয়ার্ড কমিশন আদালতে উপস্থিত হয়ে বললেন, মামলায় তালিকাভুক্ত সমস্ত জনজাতিকে ওবিসি করার জন্য আমরা সুপারিশ করেছি। তখন আদালত তাদের সেই কথায় গুরুত্ব দিলেন না, উল্টে প্রশ্ন করা হল ২০১০ সালে যে সমস্ত জনজাতিকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করা হলো তারমধ্যে ৪২ টি জনজাতির মধ্যে ৪১টি মুসলিম এবং একটি অমুসলিম কেন ? একইভাবে ২০১২ সালে ৩৫টি জনজাতির মধ্যে ৩৪টি মুসলিম এবং একটি অমুসলিম কেন ? ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়া যাবে না। ধর্মের ভিত্তিতে প্রশ্ন তোলা যাবে? বিচারপতি এই ভাষায় প্রশ্ন করতে পারেন?

৩) যতক্ষণ পর্যন্ত শীর্ষ আদালত রায় না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রদেয় সমস্ত সার্টিফিকেট বৈধ হওয়া ন্যায়ের দাবি। শীর্ষ আদালতের রায় এর পর সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ হবে এবং নতুন আইন তৈরি হবে। সেই আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট দেওয়া শুরু হবে। এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হওয়া উচিত। আদালত ন্যায়ের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করেছে বলে আমরা মনে করছি। তা ছাড়াও বিচার প্রক্রিয়ায় রাজ্য সরকারের গাফলতি আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে সাচার কমিটির রিপোর্ট, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট সহ আরও রিপোর্ট আছে। রাজ্য সরকারের আইনজীবীরা সে সব তথ্য তুলে ধরেননি। ২০১২ সালের পর যে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে ওবিসি ঘোষণা করা হয়েছে তাদের বেশির ভাগ মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত। ওবিসি চিহ্নিত করণ আদালতের বিবেচ্য বিষয় হলেও চিহ্নিত ওবিসিদের ধর্মীয় পরিচয় মুসলিম। সেই জন্য রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের মধ্যে মুসলিম আইনজীবী থাকা দরকার ছিল। যথাযথ ভাবে আদালতে লড়াই না করার পিছনেও রাজ্য সরকারের চালাকি আছে কি না সেটাও পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে রাজ্যবাসীকে। আদালত তার পর্যবেক্ষণকে যে ভাষায় তুলে ধরেছে তা খুবই উদ্বেগের। যে কেউ বুঝবেন আদালত আরএসএস এর ভাষায় কথা বলছে। আদালত রায়ের ১৭৭ নং পাতায় ৩২২ নং পয়েন্টে বলছে "This Court is of the view that the selection of 77 classes of Muslims as Backward is an affront to the Muslim Community as a whole. This Court's mind is not free from doubt that the said community has been treated as a commodity for political ends. This is clear from the chain of events that led to the classification of the 77 Classes as OBCs and their inclusion to be treated as a vote bank. Identification of the classes in the aid community as OBCs for electoral gains would leave them at the mercy of the concerned political establishment and may defeat and deny other rights. Such reservation is therefore also an affront to Democracy and the Constitution of India as a whole। কয়েকদিন আগেই কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি অগ্রিম অবসর নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে চলমান লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী। আরও এক জন বিচারক অবসর গ্রহনের পর ঘোষণা করছেন তিনি আরএসএস এর সদস্য ছিলেন। পর্যবেক্ষণের এই ভাষা পড়ে নিরপেক্ষ নাগরিকের মনে ধারণা জন্মাবে যে বর্তমান বিচারকদের মানসিক গড়ন আরএসএস এর ধাঁচে গড়া এবং হয়তো এঁরাও বিজেপিতে ভর্তি হবেন। আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি বিচারকদের নির্দেশনা মেনে কাজ করলেও কমিশন আগামী দিনে ৭৭ টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি হিসেবে ঘোষণা করার সুপারিশ করবে না। আসলে বাংলায় মুসলিমদের ওবিসি থেকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ এই রায়। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতের কাজ ছিল ফসলের মাঝ থেকে ঘাস চিহ্নিত করে তুলে ফেলা। আদালত পুরো ফসলই নষ্ট করে দিল। রাজ্য সরকার, আমলা, নেতাদের শাস্তি না দিয়ে যোগ্য শিক্ষকদেরও শাস্তি দিলেন।

ওবিসি মামলাতেও রাজ্য সরকার ও আমলাদের শাস্তি না দিয়ে জনগণকে শাস্তি দেওয়া হল। রায় অনুযায়ী নিয়ম না মেনে রাজ্য সরকার যাদের ওবিসি তালিকা ভুক্ত করল তাদের তো কোন দোষ নেই। তাদের কেন শাস্তি দেওয়া হল?তাদের সার্টিফিকেট কেড়ে নেওয়া হল? শাস্তি তো দেওয়া দরকার রাজ্য সরকার ও আমলাদের। জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার হবে বাতিল হওয়া সার্টিফিকেট ফিরিয়ে দেওয়া। রাজ্য সরকার দুই ভাবে কাজটি করতে পারে। ১. আদালতের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়ম মেনে রায়ে বাতিল হওয়া গোষ্ঠীগুলোকে ওবিসি তালিকা ভুক্ত করা ।

২. শীর্ষ আদালতের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের রায় বাতিল করা। কিন্তু রাজ্য সরকার কাজ হল শীর্ষ আদালতে জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে শীর্ষ আদালতে না যাওয়া। রাজ্য সরকার যদি জয় নিশ্চিত না হয়ে শীর্ষ আদালতে যায়, যথাযথ ভাবে লড়াই না করে বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখে তা হলে সরকারের স্বদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। যেমন উঠছে অন্যান্য ক্ষেত্রে। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করেই ভুল করছে। পরে মামলা হচ্ছে। ঝুলে যাচ্ছে। সরকারকে চাকরি দিতে হচ্ছে না। কাজ করতে হচ্ছে না। সরকারের টাকা খরচ হচ্ছে না। অথচ সরকার বলতে পারছে আমার কোন দোষ নেই। আমি চেষ্টা করছি। বিরোধীরা মামলা করে আটকিয়ে দিচ্ছে। ওবিসি মামলাতেও রাজ্য সরকার এই ভূমিকা পালন করে কি না তা নিয়ে জনগনের মনে আশঙ্কা রয়েছে। এই অবস্থায় "পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি মঞ্চ " দাবি করছে

১. গোষ্ঠী হিসেবে কারও সার্টিফিকেট বাতিল করা যাবে না। অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীকে ওবিসি নয় বলে ঘোষণা করা যাবে না। ব্যক্তিগত কারো জাল সার্টিফিকেট মনে হলে তা তদন্ত করে প্রয়োজনে বাতিল করা যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত শীর্ষ আদালত রায় না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রদেয় সমস্ত সার্টিফিকেট কে বৈধ হিসেবে মান্যতা দিতে হবে। শীর্ষ আদালতের রায় এর পর সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ হবে এবং নতুন আইন তৈরি হবে। সেই আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট দেওয়া শুরু হবে।

২. ১৯৯৩ সালের আইনটিকে সংশোধন করে ২০১২ আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। এবং ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট দিতে হবে।

৩. পশ্চিমবঙ্গে ওবিসি সংরক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে।

মতামত লেখকের নিজস্ব

খামেনির উত্তরাধিকারী নিয়ে সংকটে ইরান

আব্বাস মিলানি

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি একটি গুরুত্বহীন পদে থাকা একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পদটিকে গুরুত্বহীন বলা যায় এই অর্থে যে ইরানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে থাকে না; থাকে সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনির হাতে।

আর থাকে ইরানের বিপ্লবী গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) হাতে, যারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামি শাসনব্যবস্থার দমনমূলক কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করে। আইআরজিসি হলো ইরানের শক্তিধর সেই প্রতিষ্ঠান, যেটি কিনা দেশটির অর্থনীতির নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইব্রাহিম রাইসির অযোগ্যতা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ ছিল। ১৯৮৮ সালে চার হাজারের বেশি রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্যুদণ্ড তাড়াহুড়ো করে কার্যকরের ঘটনায় ভূমিকা রাখার জন্যও তিনি কুখ্যাত। বছর কয়েক আগে এ ঘটনা নিয়ে একবার কিছু খোলামেলা আলোচনা হয়েছিল। তখন ইব্রাহিম রাইসি বলেছিলেন, কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের কলুষিত প্রভাব থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মানবাধিকার পুরস্কার পাওয়া উচিত।

এটি সর্বজনস্বীকৃত যে খামেনির সিংহাসনের নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পাওয়া ছাড়া ইরানের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নেই। তবে অশীতিপর খামেনি ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর উত্তরাধিকার কে হবেন, সেই প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট পদটি সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে খামেনির উত্তরাধিকারী হওয়ার পথকে কার জন্য প্রশস্ত করা হচ্ছে এবং পছন্দসই সেই প্রার্থীর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছেঁটে ফেলা হতে যাচ্ছে, তা অনুমান করা এখন ইরানে একধরনের পারলার গেমে পরিণত হয়েছে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পর দেশটির দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমি রাফসানজানি বলেছিলেন, কেউ একজন আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে বলতে শুনেছেন যে খামেনি তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি। রাফসানজানির ওই কথাকেই আয়াতুল্লাহ খোমেনির অসিয়ত হিসেবে ধরে নিয়ে খামেনিকে সর্বোচ্চ নেতৃত্বে বসানো হয়। এখন সমস্যা হলো, খামেনি এখনো তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে কারও নাম বলেননি।

একজন নিম্নস্থানীয় বিচারক থেকে বিচার বিভাগের প্রধান হয়ে ওঠা এবং সেখান থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ পথ আমলে নিয়ে বিবেচনা করে অনেকে ধরে নিয়েছিলেন, রাইসিকে পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখন যেহেতু রাইসি মারা গেছেন, সেহেতু কেউ কেউ এখন খামেনির উত্তরাধিকার-সংকটের কথা বলছেন।

একদিকে খামেনির নিজের বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা-সম্পর্কিত ধারণা এবং ইমাম হিসেবে তাঁর নিজেকে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি ভাবা (একবার একটি খুতবায় তিনি বলেছিলেন, তাঁর মুখনিঃসৃত নসিহত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে) এবং অন্যদিকে রাইসির দুর্বল মেধার কুখ্যাতির কারণে, এটি বিশ্বাস করা কঠিন যে খামেনি রাইসিকে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি ভেবেছিলেন।

অন্যদিকে খামেনির ছেলে মোজতবা খামেনি (দীর্ঘদিন জনসমক্ষে না আসার কারণে যাঁকে রহস্যময় ব্যক্তি হিসেবে ভাবা হয়) খামেনির স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন–এমন একটি গুঞ্জনও শোনা যায়। তবে পশ্চিমের কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, খামেনি বংশগত শাসনব্যবস্থাকে ঘৃণা করেন বলে বিভিন্ন সময় ইঙ্গিত দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে তিনি চান না তাঁর পুত্র তাঁর উত্তরাধিকারী হোক। কিন্তু খামেনির আচরণ ও শিয়া মতানুসারীদের ভাষ্য এ ধারণাকে খারিজ করে দেয়। খামেনি হলেন সেই নেতা, যাঁর কথাই শেষ কথা। রাজনীতি, রাষ্ট্রের নীতি, সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রতিটি দিক সম্পর্কে তিনি ফায়সালা দেন এবং তাঁর কথাকে তাঁর অনুসারীরা 'ফাসল-ইল-খিতাব' বা 'আলোচনার উপসংহার' বলে মানেন। তিনি ঘোষণা করতে পারতেন, তাঁর ছেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে না। কিন্তু তিনি এমন কোনো কিছু বলেননি। তার মানে, ছেলেকে স্থলাভিষিক্ত করার বিষয়ে তাঁর সায় থাকলেও থাকতে পারে।

সর্বোচ্চ নেতার ভূমিকায় খামেনির নিজের গদিনশিন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়েছিল। ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ

ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির মৃত্যুর পর দেশটির দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমি রাফসানজানি বলেছিলেন, কেউ একজন আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে বলতে শুনেছেন যে খামেনি তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি। রাফসানজানির ওই কথাকেই আয়াতুল্লাহ খোমেনির অসিয়ত হিসেবে ধরে নিয়ে খামেনিকে সর্বোচ্চ নেতৃত্বে বসানো হয়। এখন সমস্যা হলো, খামেনি এখনো তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে কারও নাম বলেননি।

খোমেনির মৃত্যুর পর দেশটির দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট আলী আকবর হাশেমি রাফসানজানি বলেছিলেন, কেউ একজন আয়াতুল্লাহ খোমেনিকে বলতে শুনেছেন যে খামেনি তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি।

রাফসানজানির ওই কথাকেই আয়াতুল্লাহ খোমেনির অসিয়ত হিসেবে ধরে নিয়ে খামেনিকে সর্বোচ্চ নেতৃত্বে বসানো হয়। এখন সমস্যা হলো, খামেনি এখনো তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে কারও নাম বলেননি।

সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে বৈধতার সংকট ইরানি সমাজের একটি বৃহৎ এবং ক্রমবর্ধমান অংশেও বিরাজ করছে। নারী, জীবন, স্বাধীনতা, প্রতিবাদ, আন্দোলন–এগুলো সাম্প্রতিকতম সময়ে ইরানে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অনেক ইরানি বিশ্বাস করেন, দেশটিতে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, নৈরাজ্যবাদী, অযোগ্য, অসামাজিক এবং স্বৈরাচারী শাসন রয়েছে। এখানে নেতা নির্বাচনে জনগণের মতের কোনো প্রতিফলন থাকে না।

খামেনি মারা গেলে আইআরজিসি হবে চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস এবং মোজতবাই হবেন সম্ভবত তাদের পছন্দের সর্বোচ্চ নেতা। কিন্তু এই প্রজন্মের ইরানিদের কাছে তিনি কতটা গ্রহণযোগ্য হবেন, তা তর্কসাপেক্ষই রয়ে গেছে।

আব্বাস মিলানি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইরানি স্টাডিজ প্রোগ্রামের পরিচালক এবং হুভার ইনস্টিটিউশনের একজন রিসার্চ ফেলো

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

রক্ত দান করে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ রক্ষা করলেন সাংবাদিক

শেখ রিয়াজউদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: মুমূর্ষু রোগীর জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত রক্তদান করে মানবিকতার নজির সৃষ্টি করলেন বীরভূম জেলার কাষ্ঠগড়া গ্রামের বাসিন্দা তথা সাংবাদিক আজিম সেখ। শিক্ষার সম্মান আরো উজ্জ্বলতার প্রকাশ পায় যখন, কোনো শিক্ষিত সমাজের কর্মী সমাজের পথে সঠিক কর্মটা প্রকাশ করে জহির উদ্দীন আলী নামে এক ৪৫ বছরে পুরুষের খুবই রক্তের প্রয়োজনে চারিদিকে খোঁজা খুঁজি করে রক্ত না পাওয়ায়।আব্বাস উদ্দীন শেখ নামে এক যুবক ফোন করে আজিম সেখের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।আজিম শেখ বলেন আগামী কাল সকালে গিয়ে রক্ত দিয়ে আসছি। তৎক্ষণাৎ রওনা দেন আজিম সেখ, পেশায় সাংবাদিকতা করেন তিনি নিজের কাজ রেখে যথা রীতি বীরভূম থেকে দুর্গাপুর আই কিউ হসপিটালে তীব্র দাবদাহে ১১০ কিমি পথ গিয়ে রক্ত দিয়ে আসেন। আজিম সেখ জানান আব্বাস উদ্দীন শেখ আমার দাদা উনি দুর্গাপুর আই কিউ হসপিটালে কর্মরত স্টাফ। উনি আমার যাবার আগেই এক ইউনিট রক্ত ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন। আব্বাস দা আমাকে যখন ফোন করে তখন শুধু জানতাম এক বা দুই উনিট রক্ত দিলেই চলবে। কিন্তু আজ দুর্গাপুর আই কিউ হসপিটালে ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে ম্যাডামের কথামতো তাঁদের স্টক বোর্ড দেকলাম তাতে সামান্য কিছু ব্লাড স্টক রয়েছে।আর রুগীর সংখ্যা অসংখ্য। আমরা বেশির ভাগ সময় প্রতিটি হাসপাতালের স্টাফ দের ভুল বুঝি। প্রতিটি পরিবারের কাছে আমার একটাই অনুরোধ পরিবার পিছু একজন রক্ত দেবার জন্য এগিয়ে আসুন। তাহলেই দেখবেন কোন মানুষ রক্তের অভাবে মারা যাবে না। এছাড়াও রক্ত রাখার জায়গা থাকবে না ব্লাড ব্যাংকে। আমরা যেমন অনলাইন ও হোয়াট অ্যাপ এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে সরাসরি রক্ত দিয়ে থাকি। রক্ত দিয়ে মানবতার পরিচয় দিন আপনিও। রক্ত দানের মতো পৃথিবীতে এর থেকে আনন্দের আর কোনো কিছুই হতে পারেনা। পেসেন্ট এই কষ্টের মূহুর্তে মুখে হাসি আনতে পেরে আজিম সেখ আনন্দিত। রক্ত সবার লাল। রক্তে নেই কোন ধর্ম নেই কোনো যাতপাত তাই সকলে এগিয়ে আসুন এক সাথে এই মহান কাজে যুক্ত হয়। রক্তদান মহৎ দান। মনে রাখবেন"বর্ণ অনেক ,ধর্ম অনেক কিন্তু রক্ত এক"।

লালগোলা থানায় উৎসর্গ রক্তদান শিবির

সারিউল ইসলাম, ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: তীব্র গরমের মধ্যে রক্ত সংকট দূর করতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ কর্মসূচি উৎসর্গ রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল লালগোলা থানায়।
মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার লালগোলা থানার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।
এই দিনে রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন লালবাগের মহকুমা শাসক ডঃ বনমালী রায়, ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ উত্তম গড়াই, লালগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুপ্রিয় রঞ্জন মাঝি সহ অন্যান্য পুলিশকর্মী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। এদিনের শিবিরে ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ উত্তম গড়াই নিজেও রক্তদান করেন। পাশাপাশি প্রায় ১০০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করে। প্রতিটি রক্তদাতার হাতে একটি করে শংসাপত্র সহ উপহার তুলে দেওয়া হয় এদিন।

মঙ্গলকোটে উরস

আপনজন: প্রতি বছরের মতো এবছরও মহান সুফি সাধক 'কুতুবে রব্বানী পাক' নামে খ্যাত হযরত সৈয়দ শাহ তোফায়েল আলী আলকাদেরী আলবাগদাদী-র ১৯৪ তম বার্ষিক উরস উৎসব পালিত হয় বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে। তিনি' বড় পীর সাহেব' হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর ১৭ তম বংশধর। তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের কারিকরপাড়ায়। আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে তাঁর পিতামহ বাগদাদ শরীফ থেকে হিন্দুস্থানে তশরিফ এনে বাংলার বুকে কাদেরিয়া তরিকার প্রসার ঘটান। কিছুদিন পরে তিনি ফিরে গেলেও দুই পুত্রকে রেখে যান। প্রথম জনের মাজার শরীফ মঙ্গলকোটেই রয়েছে, দ্বিতীয় জন চলে যান বিহারের পূর্ণিয়া জেলার হযরত রওশনগঞ্জ শরীফে। সেখানে তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে। ছবি: আমীরুল ইসলাম

পানীয় জলের দাবিতে বালতি, কলসি নিয়ে জল প্রকল্পে তালা ঝোলালেন মহিলারা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দীর্ঘ আড়াই মাস জল না পেয়ে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে জলের দাবিতে ছাতা মাথায় কাঁখে কলসি হাতে বালতি নিয়ে এলাকার মহিলারা সরকারি জল প্রকল্পে ঝোলালেন তালা। ঘটনাটি শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর বিবেকানন্দ পল্লী এলাকার।
জানা যায় শান্তিপুর গোবিন্দপুর বিবেকানন্দ পল্লী এলাকাতে রয়েছে সরকারি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অধীনের গোবিন্দপুর জল প্রকল্প। তবে এখানে জল প্রকল্প থাকলেও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রায় দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে তারা পানীয় জল সরবরাহ পাচ্ছেন না। এর আগে জল প্রকল্প উদ্বোধনের সময় স্থানীয় পঞ্চায়েত কে পুরস্কৃত করেছিলেন এলাকাবাসীরা তবে সেই এলাকাতেই বর্তমানে প্রত্যেক বাড়িতে কল থাকলেও তার থেকে আসছে না পানীয় জল,আর সেই কারণেই মূলত পানীয় জলের দাবিতে জল প্রকল্পের কাছে একত্রিত হয়ে জল প্রকল্পের তালা

মারল স্থানীয় কঙ্কা পাল বলেন, দীর্ঘদিন জলের সমস্যা হচ্ছে দ্রুত কর্তৃপক্ষ এই সমস্যার সমাধান করুক এবং নিয়মিত তারা যেন পানীয় জলের পরিষেবা পান। বাবলা পঞ্চায়েত প্রধান সুস্মিতা মুন্ডা জানান, প্রধানমন্ত্রীর হরঘর জল যে প্রকল্পটা আছে, সেটার জন্য প্রধানমন্ত্রী ওটার জন্য ওখান থেকে টাকা ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই টাকাটা মানুষের কাজে পর্যন্ত আসতে পারছে না। কারণ এখানে তোলাবাজি হয়। তৃণমূলের তোলাবাজি। আমার এখানেও অনেক বাড়িতে জল পৌঁছেছে না সেই ব্যাপারে আমি বিডিও কে জানিয়েছিলাম। তারা বলেছে একটা মোটা পাইপ যায়নি ওটা গেলে পরেই জল পৌঁছাবে। আমি এটা নিয়েও তদন্ত করছি। আগে টিএমসি প্রধান ছিল কি করেছে কি করেনি আমার জানা নেই। এখন আমি দায়িত্বে আছি আমি চেষ্টা করব যাতে বাড়িতে মানুষের জলটা পৌঁছায়।
অপরদিকে তৃণমূলের সদস্যা পম্পা পাল জানান, এই জলের সমস্যা বহুদিন ধরে চলছে। এই পাম্প থেকেই জলটা যাচ্ছে মূল ট্যাংকিতে। আমাদের এখান থেকেই জল যাচ্ছে অথচ আমার এলাকার লোকেই জল পাচ্ছে না। এবার আমি জনপ্রতিনিধি হিসেবে যতদূর চেষ্টা করার আমি করেছি। কিন্তু পাবলিক তো সেটা বুঝবে না। আমাদের কথা শুনতে হচ্ছে যে জল পাচ্ছে না।আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানুষ জল পায়। বিডিও সব জায়গায় কথা বলেছি কিন্তু কোনরকম কাজ হয়নি। তাও আমরা চেষ্টা করছি কারণ জলটা সবারই দরকার।
বাবলা পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান চন্দন সরকার বলেন,জল প্রকল্পের তারা মারার বিষয়টা আমি জানা ছিল না এবার হয়তো কিছুদিন ধরে জলের একটা ডিস্টার্ব হচ্ছে। হচ্ছে না বলা যাবেনা। শুধু একটা জায়গায় নয় বাবলা অঞ্চল জুড়েই হচ্ছে। এটা সামান্য প্রবলেম, তাড়াতাড়ি মিটে যাবে আমরা এই ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এর আগেও জানিয়েছি। আমরা আবারও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উলুবেড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শুক্রবার বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালন অনুষ্ঠিত হল উলুবেড়িয়ার হাটগাছা-১অঞ্চলের খড়িয়া ময়নাপুরের একটি ভবনে। লিটিল আর্ট অঙ্কন প্রতিযোগিতার বাৎসরিক প্রতিযোগিতা পরীক্ষার প্রায় দুইশতাধিক অভিভাবক ও ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হয়।
উপস্থিত ছিলেন বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মানস বসু, প্রণব সামন্ত, ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শুভ্রদীপ ঘোষ, পরিবেশ শিক্ষক রাজদূত সামন্ত, হাটগাছ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিবানী মণ্ডল, প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইলেকশন কমিশনের কোপে তৃণমূল নেতা সওকাত

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ক্যানিং

আপনজন: আজ কলকাতার ২ টি ও উত্তর চব্বিশ পরগনার ৩ টি আসনের সঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ৪ টি লোকসভা আসনেও ভোট গ্রহণ। এর মধ্যে জয়নগর, যাদবপুর ও ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে তৃণমূলের বিশেষ দ্বায়িত্ব রয়েছেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক, ক্যানিং পূর্বর বিধায়ক সওকাত মোল্লা। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধের কোপে পড়তে হল তাঁকে। আজ সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটের দিন সওকাত মোল্লা তাঁর নিজের কেন্দ্র জয়নগর লোকসভার ক্যানিং পূর্ব এলাকার বাইরে বেরোতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। নিজের লোকসভা কেন্দ্র ছাড়াও যাদবপুরের ভাঙড় ও ডায়মন্ডহারবারের সাতগাছিয়া বিধানসভার তৃণমূল দলের বিশেষ দায়িত্ব পালন করছেন সওকাত। কমিশনের বিধিনিষেধের পর সওকাত মোল্লার প্রতিক্রিয়া, "ইলেকশন কমিশন কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে এটা তার প্রমাণ। আমরা বিজেপি পার্টির মতো হটকারী নই। কমিশনের যা সিদ্ধান্ত মাথা পেতে মেনে নেব।"

হাইকোর্টের ওবিসি রায়: রাজ্যের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিশিষ্টরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা হাইকোর্টের এক মামলায় বাতিল হয়েছে রাজ্যের অধিকাংশ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ওবিসি অর্থাৎঅন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সার্টিফিকেট। এবার এই ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামতে চলেছেন বিশিষ্টরা। বিভিন্ন সংগঠনকে সাথে নিয়ে এ ব্যাপারে আন্দোলন গড়ে তুলবে বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম। হাইকোর্টের রায়ে বেশ কিছু সম্প্রদায়ের ওবিসি অবৈধ ঘোষণা হয়ে যাওয়া এবং সরকারের মনোভাব নিয়ে আলোচনাসভা করে বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের তরফে রবিউল ইসলাম, ইসরারুল হক, অধ্যাপক আফসার আলী, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, আইনজীবী এম এ সামাদ, শিক্ষাবিদ সৈয়দ নুরুসসালাম, প্রাক্তন আমলা নুরুল হক, অধ্যাপক মীরাতুন নাহার, সাইদুল হক, অধ্যাপক রবিউল ইসলাম, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, মুখলেসুর রহমান, এস এম শামসুদ্দিন, সাইন শেখ, মীর রেজাউল করিম প্রমুখ।
সভায় অধ্যাপক আফসার আলী

বলেন, হাইকোর্টের রায় পর্যবেক্ষণ করে আমি বুঝতে পেরেছি ২০১২ সালে যে আইন তৈরি হয়েছিল সে আইনের সঙ্গে ১৯৯৩ সালের আইনের মিল নেই। রাজ্য সরকার এই খামখেয়ালিপোনা করেছে বলে উদ্ভূত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এদিকে প্রাক্তন আইএএস নুরুল হক হাইকোর্টের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, যেভাবে অভিযোগ করা হচ্ছে কোনও নিয়ম না মেনে ওবিসি তৈরি হয়েছে এটা ভুল। আমি সে সময় দায়িত্বে ছিলাম, সমীক্ষা করে এবং তথ্য ও পরিসংখ্যানে ভিত্তিতেই ওবিসি তালিকা তৈরি হয়েছিল। রাজ্য সরকার এগুলি আদালতে সঠিকভাবে তুলে ধরেনি বলে আমার মনে হচ্ছে। একই কথা বলেন, নুরুসসালাম। তিনি জানান, এসটি এসসি সংরক্ষণ যেভাবে হয়েছে মুসলিমদের মধ্যেও অনেকে পিছিয়ে পড়া রয়েছে। আর ওবিসির মধ্যে বহু সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায় আছেন, ফলে জাতিগত বিষয় হিসেবে দেখাটা ঠিক নয়। অন্যান্যরাও বড় আন্দোলনের পক্ষে মতামত দেন। সবার শেষে বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরামের তরফে জানানো হয়, আগামী ৬ তারিখ আর অন্যান্য সংগঠনকে নিয়ে একটি বৈঠক করা হবে। তারপর ১২ তারিখ কলকাতার বুকে বৃহত্তর সমাবেশ করে আন্দোলনের পথে নামা হবে। আদালতে আইনি লড়াইয়ের পরামর্শ দেন এম এ সামাদ সাহেব।

কানে লোহার শিকের ছ্যাঁকা দিয়ে ডাইনি ঘোষণা আদিবাসী গ্রামে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আদিবাসী গ্রামে ফের কুসংস্কারের ছায়া! গ্রামের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা অসুস্থ বেশ কিছুদিন ধরে। কারণ খুঁজতে উঠে এসেছিল গ্রামেরই এক মহিলার নাম। এনিয়ে গ্রামে সভাও হয়। সভার নিদানে ওই মহিলাকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে গ্রামের আদিবাসী সমাজ।
অভিযোগ, এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন ওই পঞ্চায়েত সদস্যা ও তাঁর তৃণমূল নেতা স্বামী। লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা ওই মহিলাকে নিয়ে যান পাশের গ্রামের এক গুণিনের কাছে। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় প্রতিবেশী আরও এক মহিলাকে। অনেকটা সময় ধরে তুকতাকের পর গুণিন ওই মহিলার দুই কানে লোহার শিকের খোঁচা দিয়ে তাঁকে আরও একবার ডাইনি ঘোষণা করেন। এরপরেই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ও দলের লোকজন ফুসকিন চিহ্নিত মহিলাকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী ডাইনি ঘোষিত মহিলার গলা টিপে খুনের চেষ্টা করেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ব্যাপক মার খেতে হয় প্রতিবেশীকেও। পরদিন ফের তাঁদের দু'জনকে অর্ধনগ্ন করে মারধর করা হয়। অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।
ঘটনাটি পুরাতন মালদা ব্লকের একটি গ্রামের। পরের অভিযোগ আরও মারাত্মক। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে ডাইনি চিহ্নিতা নিগৃহীতা মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে যান। কিন্তু কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার তাঁর সেই অভিযোগপত্র গ্রহণ করেননি।

বাঘে আক্রান্ত পরিবার পেল ক্ষতিপূরণ

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: মৎসজীবীদের ক্ষোভকে বাড়তে না দিয়ে ভোটের দুদিন আগে বাঘের আক্রমনে নিহত মৎসজীবী অমল দন্ডপাটের বিধবা পত্নী তপতী দন্ডপাটকে রাজ্য বন দপ্তর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫ লক্ষ টাকার চেক দিল। বাঘের আক্রমণে নিহত আরেক মৎসজীবী দিলীপ সর্দারের বিধবা পত্নী শেফালি সর্দার আজ ক্যানিং বনদপ্তরের অফিসে আসতে না পারায় তাকে সোমবার চেক দেবে বলে ক্যানিং বনদপ্তর জানিয়ে দিয়েছে এপিডিআর এর প্রতিনিধিদের। এর আগে আদালত আদেশ দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের চেক দিয়ে দিয়েছে বন দপ্তর। এবার দেরি করায় মৎসজীবীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

রিমাল ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াল 'মানবতা'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার লক্ষ্মীনারায়নপুরের সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা 'মানবতা' উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হাসনাবাদ ব্লকের বরুনহাট রামেশ্বরপুর পঞ্চায়েতের নদী উপকূলবর্তী কাটাখালী গ্রামে গত ২৬ শে মে ২০২৪ রেমাল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বেশকিছু অসহায় মানুষের হাতে ত্রিপল পেপার তুলে দিল।
গৌড়েশ্বর ও ইছামতি নদীর ঠিক মোহনায় এই কাটাখালি গ্রাম। ফলে ঝড়ঝঞ্জায় উপকূলবর্তী এই গ্রামে ক্ষতি যে অবশ্যম্ভাবী এটাই স্বাভাবিক। নদী তীরে বসবাসরত অসহায় মানুষের এমনিতেই নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। তারপর এই 'রেমাল' ঝড় এর ফলে বেশ কিছু মানুষের ঘরের ছাউনি নষ্ট এমনকি মাটির বা বেড়ার ঘর পুরোটাই ক্ষতিগ্রস্ত ফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এইসব পরিবার মাথা গোজার ঠাঁইটুকুও হারায়। এমন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মানবতা তাদের মানবিকতার নজির সৃষ্টি করলো।মানবতার উপহার ত্রিপল পেপার হাতে পেয়ে অসহায় মানুষরা দুহাত ভরে দোয়া জানায় উপরওয়ালার কাছে।
এই বিতরণী কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জাকির হোসেন মন্ডল। গ্রামীন ডাক্তার মোস্তফা সিরাজ, শামীম আহমেদ ও এই বিতরণী সম্পাদনে

সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী মানবতার অন্যতম প্রতিনিধি সমাজকর্মী সুন্দর গাজী।তারই নেতৃত্বে এদিনের বিতরণ কার্য সম্পাদন হয়। এ বিষয়ে মানবতার সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা জানান ঘূর্ণিঝড় 'রেমাল' এর বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে মানবতা মানসিকভাবে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। ঘূর্ণিঝড় রেমাল এর প্রভাবে সেভাবে ক্ষয়ক্ষতি না হলেও বিভিন্ন নদী উপকূলবর্তী/তীরবর্তী এলাকাগুলোতে বেশকিছু ক্ষয়ক্ষতি লক্ষণীয়।এই এলাকা থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে বিশেষ আবেদন আসে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন মানবতার সাধারণ সম্পাদক।

তারকেশ্বরে আক্রান্ত সাংবাদিক

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক, আটক এক। এবার তারকেশ্বরের তেঘড়ি কালী মন্দিরের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিক। এই ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত তেঘরী গ্রামে। জানা গেছে তেঘরী গ্রামের প্রায় ২০০ বছরের পুরনো কালী মন্দিরের দখল ঘিরে একটি গন্ডগোলের বিষয়ে সাময়িক নির্দেশিকা জারি করে মহামান্য আদালত। চন্দননগর মহকুমা আদালতের নির্দেশে চলতি মাসের ২১ ও ২৪ তারিখ দুটি নির্দেশিকা জারি হয়। নির্দেশিকায় ১৯ জুন ২০২৪ পর্যন্ত হালদার পরিবার নিত্য পূজো ও বাৎসরিক পুজোর দায়িত্ব পালনের অধিকার পায়। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আজ পুজোর কাজ শুরু করার কথা হালদার পরিবারের। আর সেই চিত্র সংগ্রহ করতে গেলে সন্দীপ হালদার নামে ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিশ্ব তামাক বর্জন দিবসের সূচনা করলেন জেলা শাসক বিজিন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে পালিত হল বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস। এই উপলক্ষ্যে শুক্রবার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দফতরের সামনে থেকে তামাক বর্জনের জন্য সবুজ পতাকা নাড়িয়ে একটি ট্যাবলো উদ্বোধন করা হয় । এই ট্যাবলোটি সারা শহর তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রত্যেকটি ব্লক ও পুরসভা এলাকায় সচেতনতমূল প্রচার করবার জন্য রওনা হয়। জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস, ডিএমসিএইচও ডক্টর ওমকার নাথ মন্ডল সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক এবং বিশিষ্টজনেরা।
দক্ষিন দিনাজপুর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস উপলক্ষে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সহজে যাতে আকর্ষিত হয় সেজন্য

একটি ট্যাবলেট উদ্বোধন করা হয়। যার মধ্যে তামাক বর্জন কেন করতে হবে সেই সম্পর্কিত বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে। পাশাপাশি এদিন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর দপ্তরে বিশ্ব তামাক বর্জন দিবস উপলক্ষে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, আজকে সারা বিশ্বজুড়ে তামাক বর্জন দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। এবারের থিম 'তামাক শিল্পের হস্তক্ষেপ থেকে শিশুদের রক্ষা করা'। এই বিশেষ দিনটিতে আরও বেশি করে এই বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে। আজ এই উপলক্ষে একটি ট্যাবলোর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এই ট্যাবলো টি আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চালাবে।

চোলাই আটক লোকপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম সীমান্তবর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে বীরভূমের লোকপুর, রাজনগর সহ অন্যান্য থানার গ্রামে গ্রামে অবৈধভাবে ঢুকছে চোলাই মদ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লোকপুর থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে নাকড়াকোন্দা পঞ্চায়েত এলাকার ভাদুলিয়া মোড় থেকে এক ব্যাক্তিকে আটক করেন। সেই সঙ্গে তার সাথে থাকা কুড়ি লিটার অবৈধ চোলাই মদ বাজেয়াপ্ত করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ধৃতের নাম সুকুমার ডোম, বাড়ি স্থানীয় থানা এলাকার ভাদুলিয়া নীচুপাড়ায়। শুক্রবার ধৃতকে দুবরাজপুর আদালতে পাঠানো হয় লোকপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে।

ফিফাকে ধর্মঘটের হুমকি ফুটবলারদের, কারণ ঠাসা সূচি

আপনজন ডেস্ক: এমনিতেই ফুটবলে ঠাসা সূচি। তার ওপর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের কারণে সামনের মৌসুমে ম্যাচের সংখ্যা বাড়তে যাচ্ছে আরও। এত দিন এই প্রতিযোগিতা ৭টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হলেও আগামী বছর ১৫ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া ক্লাব বিশ্বকাপ হবে ৩২টি দল নিয়ে।
বিভিন্ন লিগ ও পেশাদার খেলোয়াড়দের সংগঠন (পিএফএ) এ মাসের শুরুতে অভিযোগ তুলেছিল, ক্লাব বিশ্বকাপ তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে ফিফা। আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল তারা। এবার এল ধর্মঘটের হুমকি।
পিএফএর প্রধান নির্বাহী মাহেতা মোলাঙ্গো গতকাল বলেছেন, ঠাসা সূচির প্রতিবাদে খেলোয়াড়েরা ধর্মঘটে যেতে প্রস্তুত—এমন সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে ফিফাকে। খেলোয়াড়দের বৈশ্বিক ইউনিয়ন ফিফপ্রো এ নিয়ে ফিফার বিরুদ্ধে যৌথ আইনি লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন লিগকে পাশে পাচ্ছে ফিফপ্রো, যাদের মধ্যে আছে লা লিগা এবং ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগও।
ক্লাব বিশ্বকাপের নতুন সংস্করণ ৩২ দলের হওয়ায় এই প্রতিযোগিতায় ম্যাচের সংখ্যা এমনিতেই বাড়বে। ফিফার এমন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পিএফএ, সিরি আ, লা লিগা ও প্রিমিয়ার লিগের কর্তারা একসঙ্গে বসেছিলেন। মাহেতা মনে করেন, খেলোয়াড়েরা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর মতে, ঠাসা সূচি খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে এবং খেলার মানও কমেছে।
মাহেতা বলেছেন, 'বেশি দিন নয়, মাত্র ১০ দিন আগে একটা ড্রেসিংরুমের ঘটনা বলতে পারি। ঠাসা সূচির সরাসরি প্রভাব ছিল ওই ড্রেসিংরুমে। আমি (খেলোয়াড়দের) বললাম, এখানে এসে ভালো লাগছে, হয়তো উচ্চবাচ্যও করতে পারি একটু। কিন্তু এটা (ঠাসা সূচির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ) সম্পূর্ণ তোমাদের ওপর। তোমরা ঠিক কতদূর যেতে চাও? উত্তরে কেউ কেউ বলল, "অনেক হয়েছে, আমরা ধর্মঘটেও যেতে পারি।" অন্যরা বলল, "মানেটা কী? হ্যাঁ, আমি হয়তো কোটিপতি। কিন্তু টাকা খরচ করার সময়টাই তো নেই আমার।'"
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় খেলোয়াড়দের ম্যাচের সংখ্যা বেড়েছে। নতুন নতুন প্রতিযোগিতা চালু হয়েছে। অথবা নতুন প্রতিযোগিতাকেই কলেবরে বড় করা হয়েছে। খেলোয়াড় থেকে কোচেরাও বলেছেন, চাপটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। মাহেতা এ নিয়ে বলেছেন, 'ইউনিয়ন নয়, ইয়ুর্গেন ক্লপ ও পেপ গার্দিওলাই এ নিয়ে কথা বলেছেন। আমরা এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছি, যেকোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনাটা যেখান থেকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।'
ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা যদি নিজেদের অবস্থান থেকে সরে না আসে তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে—এমন হুমকি দেওয়া অব্যাহত রেখেছে ফিফপ্রো, পিএফএ এবং ওয়ার্ল্ড লিগ অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএলএ)। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এবং জেনারেল সেক্রেটারি ম্যাথিয়াস গ্রাফস্টর্মকে এ নিয়ে তারা চিঠিও পাঠিয়েছে। সেই চিঠিতে ক্লাব বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।
ফিফা অবশ্য নিজেদের অবস্থানে অনড়। ক্লাব বিশ্বকাপ চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তারা অস্বীকার করেছে। ডব্লিউএলএ ও ফিফপ্রোকে পাঠানো চিঠিতে ফিফার সেক্রেটারি জেনারেল ম্যাতিয়াস গ্রাফস্টর্ম দাবি করেছেন, আন্তর্জাতিক সূচি নিয়ে ব্যাপকভাবে সবার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। চিঠিতে গ্রাফস্টর্ম লিখেছেন, 'পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ফুটবল-সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর ওপর ফিফার আন্তর্জাতিক ম্যাচের সূচি (আইএমসি) চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আমরা শুরু থেকেই প্রত্যাখ্যান করছি।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাইকেল ক্লার্কের ফেবারিট ভারত

আপনজন ডেস্ক: কার হাতে উঠবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি? এই প্রশ্নে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক বেছে নিয়েছেন রোহিত শর্মার দল ভারতকে। ২ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে ভারতীয়দেরই শিরোপার দাবিদার মনে করছেন সাবেক এই অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক। ভারতের এক স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানান তিনি।
ভারতকে বেছে নেওয়ার পেছনে ক্লার্কের যুক্তিও আছে। দলটির অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'আমি এর আগেও বলেছি, যদি আপনি এই বিশ্বকাপের ফেবারিট কে তা খুঁজতে চান, তাহলে সেটা হবে ভারতই। কারণ, যে পরিমাণ ক্রিকেট তারা খেলে, সেই হিসাবে তাদের প্রস্তুতি দারুণ।'
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের কন্ডিশনও ভারতীয়দের সাহায্য করবে বলে জানান ক্লার্ক, 'ক্যারিবিয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রে কন্ডিশন ভিন্ন ঠিকই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল আছে। ভারতের খেলোয়াড়েরাও এতে অভ্যস্ত।'
ভারতের স্পিন শক্তি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কন্ডিশনে তাদের এগিয়ে রাখবে, 'আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ভারত তাদের দল নির্বাচনে ঝুঁকি নিয়েছে। ওরা স্পিনের ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে। অস্ট্রেলিয়া ভিন্ন পথে এগিয়েছে।' ২০১০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হয়। সেই বিশ্বকাপে ক্লার্কের নেতৃত্বে ফাইনাল খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। সে অভিজ্ঞতার কথাও ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তিনি, 'আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে কন্ডিশনের সঙ্গে পরিচিত, সেখানে স্পিন অন্যতম ভূমিকা রাখবে। আপনাকে সাফল্য পেতে হলে স্পিনের ওপর নির্ভর করতে হবে। বিশ্বকাপ জেতার ক্ষেত্রে অন্য দলগুলোর সবচেয়ে বড় হুমকি হবে ভারত।'

'অস্ট্রেলিয়া দলে নিজেদের জায়গা নিয়ে ভাবি না', বললেন ওয়ার্নার

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে গত বছর জুনে। নভেম্বরে জিতেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এখন সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ। ২ জুন (বাংলাদেশ সময়) থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার সামনে টানা তিনটি বৈশ্বিক শিরোপা জয়ের সুযোগ। আর এই সুযোগের কাজে লাগাতে অস্ট্রেলিয়া 'ভয়ডরহীন' ক্রিকেট খেলতে চায় বলে জানিয়েছেন ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ৩৭ বছর বয়সী এই বাঁহাতি নিজেও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে চলে এসেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ রাঙিয়ে দিতে চান ওয়ার্নার নিজেও।
টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল, ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল—এ দুটি ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, ট্রাভিস হেড ও ওয়ার্নার। ১২ মাসের মধ্যে আইসিসির তিনটি বৈশ্বিক ট্রফি জয়ের সুযোগ তাঁদের সামনে।
ত্রিনিদাদ থেকে অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম 'সিডনি মর্নিং হেরাল্ড'কে ওয়ার্নার এ নিয়ে বলেছেন, 'যখন সব শেষ হবে, তখনই শুধু এই সম্ভাব্য ইতিহাসের অংশ হওয়ার দিকে ফিরে তাকানো যাবে। কিছুদিন আগে আইসিসিতে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলাম। সেখানেও এ বিষয়ে এবং আমি যত টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছি, সেসব নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। আমি সব (টুর্নামেন্ট) মনে করতে না পারলেও এগুলো দারুণ ছিল।'
অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এমন সাফল্যের নেপথ্যে ভয়ডরহীন ক্রিকেট, মনে করেন ওয়ার্নার, 'আমরা সব সময়ই ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেছি এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সাফল্য পাওয়ার এটাই কারণ। আমরা দলে নিজেদের জায়গা নিয়ে ভাবি না। শুধু সেরাটা দেওয়া নিয়ে ভাবি।

যা-ই করি না কেন, সবাই এটা নিশ্চিত করতে চায় যেন ম্যাচ জেতাতে পারে।'
ওয়ার্নার ব্যাপারটি আরেকটু ভেঙে বললেন এভাবে, 'সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো, দলে এমন খেলোয়াড় অনেক আছে। একদিন হয়তো একজন পারফর্ম করছে, পরের দিন অন্য কেউ। শীর্ষ ছয়জনের মধ্যে কেউ যদি ভালো স্ট্রাইক রেটে ৬০ বা ৮০ রান করতে পারে, আমরা বুঝে নিই ভালো একটা সংগ্রহই দাঁড়াবে। নতুন বলেও একই ব্যাপার। স্টার্ক যদি সুইং পায়, দ্রুত কয়েকটি উইকেটও পড়ে যায়, তখন আক্রমণে স্পিনারদের আনা হয়।'
ওয়ার্নার এবারের আইপিএলে খেলেছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। কাছে থেকেই দেখেছেন আইপিএলের রানবন্যা। সেখানে শুধু ছক্কাই হয়েছে ১২৬০টি। আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের ৯টি নজিরের মধ্যে ৮টি-ই দেখা গেছে এবার। তবে ওয়ার্নার মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এমন কিছু দেখা যাবে না। আইপিএলে 'ইমপ্যাক্ট বদলি' নিয়মকে বড় স্কোরের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন তিনিও।
বিশ্বকাপের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে আইপিএল প্রসঙ্গে ওয়ার্নারের ব্যাখ্যা, 'একদম ফ্ল্যাট উইকেটে সাত-আটজন বোলার এবং আট থেকে নয়জন ব্যাটসম্যান নিয়ে খেলা হয়।'
ওয়ার্নার অবশ্য আইপিএলে পুরো মৌসুম খেলতে পারেননি। হাতে চোট পেয়েছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালস ওপেনার। তবে বিশ্বকাপের আগে ত্রিনিদাদে নামিবিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে ২১ বলে ৫৪ রান করে ভালো ফিটনেসের প্রমাণ দিয়েছেন।
এরপর পোর্ট অব স্পেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে ৬ বলে ১৫ রান করেন।
সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, ৫ জুন ব্রিজটাউনে ওমানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ম্যাচের আগ পর্যন্ত ওয়ার্নার ফিল্ডিং করবেন না।
একমাত্র অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিন সংস্করণেই ন্যূনতম ১০০ ম্যাচ খেলেছেন ওয়ার্নার। নির্বাচকেরা তাঁর অভিজ্ঞতা এবং অন্য অভিজ্ঞদের স্কোয়াডে রাখায় ধন্যবাদও দিয়েছেন ওয়ার্নার, 'নির্বাচকদের সাধুবাদ জানাতেই হবে। তারা অভিজ্ঞদের বাছাই করেছেন, কীভাবে ম্যাচ জেতাতে হয়, সেটা তারা জানে।'
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপপর্বের অস্ট্রেলিয়ার সব ম্যাচই ওয়েস্ট ইন্ডিজে। সুপার এইট থেকে সব কটি ম্যাচও সেখানেই। টেস্ট থেকে আগেই অবসরে যাওয়া ওয়ার্নার এটাও বলেছেন, বিশ্বকাপ দিয়েই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকেও বিদায় বলবেন। ফলে ক্যারিবীয় অঞ্চলেই শেষ হতে পারে ওয়ার্নারের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। তবে আগামী বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি ওয়ার্নার। যদিও বলেছেন, 'ওদের (অস্ট্রেলিয়া দল) হয়তো আমাকে প্রয়োজন হবে না।'

'পাকিস্তানকে হারাবে আয়ারল্যান্ড', ভবিষ্যদ্বাণী রবিচন্দ্রন অশ্বিনের

আপনজন ডেস্ক: ভারত, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা—এই পাঁচটি দল নিয়ে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'এ' গ্রুপ। পাঁচ দলের নাম দেখে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ ক্রিকেট অনুসারীদের বেশির ভাগই বলবে, এই গ্রুপ থেকে চোখ বুজে পরের রাউন্ডে যাবে ভারত ও পাকিস্তান। ভারতের অফ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন অবশ্য বিষয়টিকে এত সহজভাবে দেখতে পারছেন না। এই গ্রুপে আয়ারল্যান্ড আছে বলেই তাঁর কাছে অন্য রকম কিছু হতে পারে বলেও মনে হচ্ছে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বিষয়টি নিয়ে একটি প্রশ্নও ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি।
অশ্বিনের প্রশ্নটা ছিল এ রকম, 'আয়ারল্যান্ড অঘটন ঘটাতেও পারে। আয়ারল্যান্ড ভারত, পাকিস্তান, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একই গ্রুপে আছে। তাহলে অঘটনটা কোথায় হবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান রবিন উথাপ্পা বলেছেন, 'পাকিস্তান। তুমি প্রশ্নটা করার পর থেকেই আমি উত্তর দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'
এর আগে ২০০৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের কাছে হেরে গ্রুপ পর্বের সীমানাই পেরোতে পারেনি পাকিস্তান। ওয়েস্ট ইন্ডিজে সেবারের বিশ্বকাপের সেই ম্যাচের পর মারা

গিয়েছিলেন পাকিস্তানের সেই সময়কার কোচ বব উলমার। আয়ারল্যান্ডের সেই দল আর এই দলের অনেক পার্থক্য আছে। সেই সময় তারা টেস্ট খেলুড়ে দল ছিল না। এখন তো আইরিশরা টেস্ট খেলুড়ে দল হিসেবে নিয়মিতই বড় দলগুলোর সঙ্গে খেলে। উথাপ্পাকে ২০০৭ সালের সেই ম্যাচের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন অশ্বিন। সেই বিশ্বকাপের ভারত দলে ছিলেন উথাপ্পা।
অশ্বিন বলেন, 'আপনি ২০০৭ সালে ছিলেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে আয়ারল্যান্ডের অনেক সুখের স্মৃতি আছে। বিশেষ করে ক্যারিবিয়ায়। এই বিশ্বকাপও যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যারিবিয়ায় হচ্ছে।' অশ্বিন এরপর যোগ করেন, 'সম্ভাব্য অঘটন ঘটানোর মতো (আয়ারল্যান্ডের) খেলোয়াড়েরা কারা হতে পারে?' উথাপ্পা এর উত্তরে বলেছেন, 'আমার কাছে মনে হয় ওপেনার ব্যাটারদের কেউ হতে পারে। এই যেমন বলবার্নি ও স্টার্লিং। তারা উঁচু মানের খেলোয়াড়। আমার তো মনে হয় স্টার্লিং এমন একজন, যে কিনা খুবই অবমূল্যায়িত...আমি মনে করি সে তার খেলাটা খ-উ-ব ভালো খেলে। তার মনোভাবটা দারুণ। লোকান টাকারও ভালো উইকেটকিপার-ব্যাটার। ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছে।'
উথাপ্পা এরপর আয়ারল্যান্ড দলের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, 'তুমি যদি ব্যাটিং অর্ডারের দিকে তাকাও, খুব শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ। তাদের বোলিং আক্রমণও ভালো। জশ লিটল ওদের বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছে। শুধু আয়ারল্যান্ডের হয়েই নয়, সে ভারতে আইপিএল খেলতে এসেও দারুণ করছে।'

রিয়ালের জার্সিতে এমবাপ্পের অটোগ্রাফ

আপনজন ডেস্ক: পিএসজি থেকে বিদায় নেওয়ার পর্ব সেরে ফেলেছেন। তবে কিলিয়ান এমবাপ্পে এখনো ঘোষণা দেননি, তাঁর পরবর্তী গন্তব্য কোথায়। এই রহস্য অবশ্য অনেকটাই অনাবৃত যে ফরাসি তারকা রিয়াল মাদ্রিদে যাচ্ছেন।
এমবাপ্পে আপাতত ব্যস্ত ফ্রান্সের হয়ে ইউরোর প্রস্তুতি নেওয়ায় আর রিয়াল মাদ্রিদ ব্যস্ত চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল নিয়ে। এর মধ্যেই একটা বিষয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে—এমবাপ্পে রিয়ালের জার্সিতে অটোগ্রাফ দিতে শুরু করেছেন!
এদিকে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, আগামী ৬ জুন এমবাপ্পেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিবে রিয়াল।
ফ্রান্সের অনুশীলন দেখতে কাল ক্লারিফন্তেইনে হাজির হয়েছিল দলটির অনেক সমর্থক। সেখানে অনেক এমবাপ্পে-ভক্তই ছিলেন। এমবাপ্পের সেই ভক্তদের কয়েকজন আবার গিয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে পরে।
প্রিয় তারকাকে কাছে পেয়ে অটোগ্রাফের জন্য এগিয়ে যান রিয়ালের জার্সি পরা এমবাপ্পের সেই ভক্তরা। এমবাপ্পে কলম হাতে নেওয়ার পর গায়ে থাকা জার্সিই অটোগ্রাফের জন্য এগিয়ে যান তাঁরা। এমবাপ্পেও সেই ভক্তদের গায়ে থাকা রিয়ালের জার্সিতে অটোগ্রাফ দেন।

কোপা আমেরিকার আগেই উরুগুয়ে থেকে কাভানির অবসর

আপনজন ডেস্ক: ২০১১ সালে সর্বশেষ কোপা আমেরিকা জিতেছিল উরুগুয়ে। চ্যাম্পিয়ন সেই দলের সদস্য ছিলেন এদিনসন কাভানি। আরেকটি কোপা আমেরিকা যখন দোরগোড়ায়, তখন উরুগুয়েকেই বিদায় জানিয়ে দিলেন ৩৭ বছর বয়সী এই সেন্টার ফরোয়ার্ড। কাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন কাভানি। সেই বিবৃতি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'উরুগুয়ে দলের সঙ্গে ভ্রমণটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।' আর বিবৃতিতে বলেছেন, 'আজ (কাল) আমি উরুগুয়ে দল থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে সব সময় প্রিয় দলকে অনুসরণ করব, তখনো আমার হৃদয় কাঁপবে। এই সুন্দর জার্সিটি পরে মাঠে নামার সময় যেমন হতো।' ইউরোপের পাট চুকিয়ে গত জুলাইয়ে আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ক্লাব বোকা জুনিয়র্সে নাম লেখান কাভানি। প্রয়াত কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনাও বোকা জুনিয়র্সে তিন মৌসুম খেলেছেন। ক্লাবটির সঙ্গে এ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি আছে কাভানির। জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়ে ক্লাব ফুটবলেই যে পুরোপুরি মনোনিবেশ করবেন, সেটারও ইঙ্গিত দিয়েছেন কাভানি, 'নিঃসন্দেহে (উরুগুয়ে দলের সঙ্গে কাটানো) সেই বছরগুলো অনেক মূল্যবান ছিল। আমার বলার ও মনে রাখার মতো হাজার হাজার জিনিস থাকবে। তবে আজ (কাল) ক্যারিয়ারের নতুন পর্যায়ে নিজেকে সঁপে দিতে চাই এবং যেখানে আমাকে থাকতে হবে, সেখানেই সব উজাড় করে দিতে চাই।'
মাঠে কাভানির মেজাজ থাকে 'খ্যাপাটে ষাঁড়ের মতো'। তবে 'এল ম্যাটাডোর' (দ্য বুলফাইটার) ডাকনাম জুটে যায় নিয়মিত গোল করতে পারার সামর্থ্যের কারণে। অবসর ঘোষণার পোস্টে ফিফা সেই নামেই তাঁকে সম্বোধন করে ধন্যবাদ জানিয়েছে। ২০০৮ সালে উরুগুয়ের হয়ে অভিষেক হয় কাভানির। জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৩৬ ম্যাচ (সর্বোচ্চ ১৬১ ম্যাচ দিয়েগো গদিনের)। ৫৮ গোল নিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকাতেও কাভানির অবস্থান দুইয়ে। তাঁর ওপরে আছেন শুধু লুইস সুয়ারেজ (৬৮ গোল)। কাভানি সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন ১৭টি।

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে নিউইয়র্কে অনুশীলন অসুবিধা, অসন্তোষ ভারতের

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের কারণে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে একটু দেরিতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছে ভারত। গত সোমবার নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পর বিশ্রাম আর হোটেলের আশপাশের এলাকা ঘুরে দুদিন কাটিয়েছে ভারতীয় দল।
রোহিত শর্মা-যশপ্রীত বুমরা-রবীন্দ্র জাদেজারা প্রথম অনুশীলনে নেমেছেন গত বুধবার।
অনুশীলনের ভেন্যু ছিল নিউইয়র্কের হিকসভিল অঞ্চলের ক্যান্টিয়াগ পার্ক। তবে এ মাঠের অনুশীলন সুবিধা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'নিউজ১৮' দলের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরেছে।
সূত্রটি নিউজ১৮-কে বলেছেন, 'পিচ থেকে শুরু করে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা—এই মাঠের

সবকিছুই অস্থায়ী। এটা বলা নিরাপদ হবে যে, এখানকার সবকিছুই গড়পড়তা মানের। দল এ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে।'
নিউজ১৮ আরও জানতে পেরেছে, গত বুধবার ক্যান্টিয়াগ পার্কে শুধু ভারতীয় দলের অনুশীলন ব্যবস্থার ঘাটতিই নয়, পর্যাপ্ত খাবারও ছিল না। অনুশীলন সেশন কাভার করতে যাওয়া বক্সে সাংবাদিকদের খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। খেলোয়াড়েরাও খুশি ছিলেন না। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পক্ষ থেকেও খাবার নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয়েছিল। নিউজ১৮ এ বিষয়ে আইসিসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি) অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, 'ক্যান্টিয়াগ পার্কের অনুশীলন সুবিধা নিয়ে কোনো দল অভিযোগ বা উদ্বেগ প্রকাশ করেনি।'
আগামীকাল রাত সাড়ে আটটায় নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। সাকিব-মাহমুদউল্লাহ-তাসকিনের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে রোহিতের দল পরশু যে মাঠে (ক্যান্টিয়াগ পার্ক) অনুশীলন করেছে, তা নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের অদূরে অবস্থিত।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**